ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-256 ■ 26 June, 2025 ■ আগরতলা ২৬ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর, সংবিধান হত্যা দিবসে

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় নতুন করে অঙ্গীকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন।। ২৫ জুন, ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসে এক গা ছমছমে দিন এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর আগে, ১৯৭৫ সালের এই দিনেই তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, যার ফলে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল দেশের মৌলিক অধিকার, রুদ্ধ হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠস্বর, এবং জেলে পুরে দেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিককে। প্রধানমন্ত্রী আজকের দিনটিকে 'সামবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে অভিহিত করে সেই সব সাহসী নাগরিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যারা সেই সময়ে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষায় অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। একাধিক এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় শুরু হয়েছিল জরুরি অবস্থার প্রয়োগ। এই দিনটিকে আমরা স্মরণ করি 'সামবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে। এই দিনে ভারতের সংবিধানের মূল্যবোধকে পদদলিত করা হয়েছিল, মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং অসংখ্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে রক্তাক্ত হয়েছে সংবিধানের আত্মা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়। ওই দিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারতীয় গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে সংবিধান ও নাগরিক অধিকার হত্যা করা হয়েছিল। ক্ষমতালোভী কংগ্রেসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ভারতের সংবিধানের আত্মা রক্তাক্ত হয়েছিল। আজ প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে আগরতলার সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিনের উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর পূর্বে স্বাধীন ভারতের ভূমিতে নেমে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টরা হলেন পার্মানেন্ট ইমার্জেন্সি ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। কমিউনিস্টরা হল পার্মানেন্ট ইমার্জেন্সি। ক্ষমতার দম্ভে ৩৫ বছর ত্রিপুরার মানুষকে সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও ব্যক্তিগত কারনে সেই সময়ে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছিলেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত দেশে জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর পূর্তিতে "সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫" শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার মত কোনো পরিস্থিতি না থাকা সত্বেও শুধু মাত্রই ব্যক্তিগত কারনে ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন, যা স্বাধীন ভারতে এক কালো ইতিহাস রচনা করে গেছেন। আর অন্যদিকে কমিউনিস্টরা ৩৫ বছর ক্ষমতার দম্ভে রাজ্যের মানুষের সমস্ত অধিকার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চল্লিশ বছর পর মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ভারতের শুভাংশুর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ।। ভারতের মহাকাশ অন্বেষণের ইতিহাসে আজ একটি নতুন অধ্যায় যোগ হলো। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও গগনযান মিশনের জন্য নির্বাচিত নভোচারী শুভাংশু শুক্লা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হয়ে উঠলেন ৪০ বছর পর প্রথম ভারতীয় যিনি কক্ষপথে পা রাখলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা অ্যাক্সিওম স্পেস-এর এক্স-৪ অভিযানে স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযান চালিয়ে রওনা দিয়েছেন।

মিশনটি ভারতের জন্য ঐতিহাসিক, কারণ এর আগে শুধুমাত্র একবার ১৯৮৪ সালেভারতের একজন নাগরিক মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্যালুট-৭' মহাকাশ স্টেশনে আট দিন কাটিয়েছিলেন। আজ, শুভাংশু শুক্লা সেই যুগান্তকারী মাইলফলককে ছুঁয়ে দেখলেন নতুন আঙ্গিকে।

বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের উৎক্ষেপণ বুধবার, ২৫ জুন, ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ১ মিনিটে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপিত এই মিশনে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে

সরব বিজেপি জনজাতি মোর্চা এমএলএ হোস্টেল ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে গোটা জনজাতিদের অপমান করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এরই প্রতিবাদে আজ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের হোস্টেলের সামনে এসে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে বিজেপি জনজাতি মোর্চা। পরবর্তীতে হোস্টেলের গেইট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালিয়ে মোর্চার কার্যকর্তারা।বিক্ষোভকারীদের দাবী, সমস্ত জনজাতিদের কাছে সুদীপ রায় বর্মণকে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রসঙ্গত, গতকাল আমবাসা টাউন হলে কংগ্রেসের আদিবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, বিজেপি নেতারা আদিবাসীদের গায়ের উপর প্রস্রাব করে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই বিজেপি জনজাতি মোর্চার পক্ষ থেকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের হোস্টেলের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জনজাতি মোর্চার এক কর্মী বলেন, গতকাল আমবাসা টাউন হলে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ গোটা জনজাতিদের কটাক্ষ করেছেন। তিনি জনসম্মুখে বলেন বিজেপি নেতারা আদিবাসীদের গায়ের উপর প্রস্রাব করে। তিনি অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে গোটা দেশের জনজাতিদের অপমান করেছেন। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি জনজাতি মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। তাঁর দাবি, সমস্ত জনজাতিদের কাছে সুদীপ রায় বর্মণকে ক্ষমা চাইতে হবে।

এদিকে, এবিষয়ে পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। প্রশাসনের কাছে যথেষ্ট পুলিশ বাহিনী রয়েছে। এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, গোটা জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আজকের ভাঙচুরের বিষয়টি নিয়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন সুদীপ ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। দীর্ঘদিন যাবৎ সিপিএমকে পেছন থেকে সাহায্য করে রাজনীতি করে গিয়েছেন তিনি। গতকাল আমবাসায় জনজাতিদের নিয়ে সুদীপ রায় বর্মণের বক্তব্য ঘিরে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিজেপি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের বক্তব্য ১০০ শতাংশ সত্য ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন যা বলেছেন তা ১০০ শতাংশ সত্য। পার্লামেন্টের বিরোধী দলনেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী আগেই বলেছেন গরিব, আদিবাসী নিয়ে যারাই আওয়াজ তুলবে তাদের উপর বিজেপি হামলা চালাবে। আজকে যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সেটা এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সর্বভারতীয় আদিবাসী কংগ্রেস চেয়ারম্যান ড: বিক্রান্ত ভুরিয়া।

তিনি আরো বলেন, সুদীপ রায় বর্মনের বাড়িতে হামলা হয়েছে কারণ তিনি সত্যি কথা বলেছেন। উনি সত্যি কথা বলার সাহস রাখেন। সেই জন্যই উনার উপর হামলা সংঘটিত হয়েছে। যারাই আদিবাসীদের নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে তাদের উপর হামলা চালায় বিজেপি। এটা শুধু রাজ্য নয় গোটা দেশেই এই ঘটনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের টাকার বিনিময়ে শিশু বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনিয়া, ২৫ জুন।। রাজ্যে ফের একবার টাকার বিনিময় শিশু বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে একটি শিশুকে পার্শবর্তী এক পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল এক পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমেছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, এক লক্ষ টাকায় শিশু বিক্রি হয়েছে, এমনই অভিযোগ তুলেছেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান রূপক মজুমদার। তিনি জানান উনার হাতে সমস্ত ধরনের তথ্যপ্রমাণ রয়েছে ১৮ দিনের শিশুকে বিক্রি করার। কিন্তু শিশুর প্রকৃত বাবা-মা শম্ভু মালাকার ও তার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাহী রেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। যাত্রীবাহী রেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা অভিযোগে জি আর পি ও বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক যুবক। ওই ঘটনায় বিশালগড় রেল স্টেশনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বিশালগড় রেলস্টেশন চত্বরে এক অপরিচিত যুবক দাঁড়িয়ে থাকার ট্রেনের বগিতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শীদের। ওই ঘটনায় গোটা রেলস্টেশনে চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে যুবককে গ্রেফতার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুৎহীন এলাকার ক্ষুব্ধ জনতার বিদ্যুৎকর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎহীন কমলাসাগর ও দক্ষিণ মধুপুর ৩০ কার্ড এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘর। বারবার যোগাযোগ করার পরও সমস্যা সমাধান করছে না দপ্তর। আজ ক্ষুব্ধ জনগণ বিদ্যুৎ কর্মীদের গাড়ি আটকে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্রত্যেকদিন-রাত মিলিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই ঘন্টা ও বিদ্যুৎ পাচ্ছে না ওই এলাকার জনগণ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা বেলা এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। বারবার ফোন করেও কাজ হয়নি।সারারাত্র এলাকায় কোনো বিদ্যুৎ পায়নি জনগণ। যার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ অংশের জনগণ অনেক কষ্টে রাত কাটাতে হচ্ছে। ছেলে মেয়েদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল দশা

প্রতিবাদে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জুন ।। প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভার ব্রহ্মছড়া কলইপাড়া রাস্তার ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় শতাধিক পরিবারের একমাত্র যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওই রাস্তাটি। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন কলইপাড়ার সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামী নির্বাচনে ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন এলাকাবাসী বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনোরকম সংস্কারের ছোঁয়া তেলিয়ামুড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৬ জুন, ২০২৫ ইং
১১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিবাহে আশ্রয়ের সন্ধান

বর্তমান সমাজে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিবাহের পর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষ করিয়া পারিবারিক সহিংসতা, পণের দাবিতে নির্যাতন, মানসিক ও শারীরিক নিপীড়ন, এমনকি হত্যার ঘটনাও সমাজে প্রায় নিয়মিত শিরোনামে পরিণত হইতেছে। এই প্রবণতা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি নয়, বরং বৃহত্তর সমাজে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে, তাহা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ ঐতিহ্যগত এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। বিবাহ দুটি ব্যক্তি ও পরিবারকে সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই এই সম্পর্ক পরিণত হইতেছে স্বার্থান্ধতা, লোভ এবং নিয়ন্ত্রণের এক মঞ্চে। বিশেষ করে পণের জন্য নারী নির্যাতন, স্ত্রীর স্বাধীনতা খর্ব করা, সামাজিক মর্যাদা ও সম্পদের দোহাই দিয়া মানসিক সন্ত্রাস চালানো এখন আর নতুন কিছু নহে।

অনেক সময় দেখা যাইতেছে, পুরুষের পাশাপাশি নারীর পক্ষ থেকেও অপরাধ সংঘটিত হইতেছে। যেমন, স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব দেখানো, অথবা আর্থিক লাভের আশায় মামলার অপব্যবহার, এমন ঘটনাও দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই। ফলে প্রকৃত ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

এই অপরাধপ্রবণতা সমাজে যে প্রভাব ফেলিতেছে, তাহা কেবল পরিবারভিত্তিক নয়। এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হইতেছে অবিশ্বাস, সামাজিক বিভেদ এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিবাহ নিয়া ভীতি ও অনীহা। অনেকেই এখন বিবাহকে 'ঝুঁকি' হিসেবে দেখিতেছেন। যা সমাজে এক স্থিতিশীল পারিবারিক কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এছাড়াও, সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎও এই পরিস্থিতির কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। একটি সহিংস বা অপরাধপ্রবণ পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, হিংসাত্মক মনোভাব, এবং সম্পর্কবিষয়ক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়া আশঙ্কাজনক হারে বাড়িতেছে, যাহা নিংসন্দেহে খুবই উদ্বেগের বলিয়া মনে করা ভুল হইবে নহে।

সাম্প্রতিককালে একাধিক ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়া দেখিয়া দিতেছে, বিবাহ অনেকেরই জন্য অবিশ্বাসের আস্তরণে ঢাকিয়া গিয়াছে। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়া নির্মম হত্যাকান্ড সহ একাধিক ঘটনা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়াছে।

এই প্রবণতা রুখিতে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। প্রথমত, পরিবার ও সমাজের উচিত বিবাহকে একটি পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করা। দ্বিতীয়ত, আইন ব্যবস্থাকে আরও নিরপেক্ষ, দ্রুত এবং সংবেদনশীল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাতে ভুয়া অভিযোগ বা প্রকৃত অপরাধ, উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, সম্পর্কের শিক্ষা ঘর হইতে শুরু হওয়া উচিত। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পারিবারিক মূল্যবোধ, নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং সংবেদনশীল সম্পর্ক গড়ার পাঠ অন্তর্ভুক্ত করিবার তাগিদ এখন সাংঘাতিকভাবে অনুভব হইতেছে। সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পরিবেশ গড়িয়া তোলাই দীর্ঘমেয়াদে এই অপরাধপ্রবণতা কমানোর মূল চাবিকাঠি হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

একথা মনেপ্রাণে মানিয়া নেওয়া হোক, বিয়ে যেন আর কোনো অপরাধের উৎস না হয়। বরং হোক ভালোবাসা, সম্মান ও বিশ্বাসের এক শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে এই বার্তাটি ছড়ায়া দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

আসামের ভূমি পুনরুদ্ধারে 'নেশাগ্রস্ত': হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হুঁশিয়ারি, ফের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে শিগগিরই

গুয়াহাটি , ২৫ জুন: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আবারও জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সরকার আগের থেকেও আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমি আমাদের জমি রক্ষায় নেশাগ্রস্ত। প্রতিটি অসমীয়াকে জেগে উঠতে হবে এবং যা আমাদের তার পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসতে হবে। অবৈধভাবে দখল করা বনাঞ্চল ও জলাভূমি আমি পুনরুদ্ধার করেই ছাড়ব।"

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে নতুন করে বড় মাপের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে। তাঁর কথায়, "আমি পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ। এই বিষয়ে কোনও আপোস হবে না।"

তিনি আরও বলেন, "আসামের ইতিহাসে বিষ্ণুরাম মেধি-র পর আমি একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যিনি এত বিপুল পরিমাণ জমি দখলমুক্ত করে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

এই মন্তব্যের মাধ্যমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একদিকে যেমন নিজেকে শক্তিশালী ভূমি-সংরক্ষক হিসেবে তুলে ধরলেন, তেমনি ফের শুরু হতে চলা উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক ও মানবিক বিতর্কের ইঙ্গিতও দিলেন।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী উচ্ছেদ অভিযানগুলিতে রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন, যার ফলে জাতিসত্তা, ভূমি অধিকারের প্রশ্নে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্টএই সরকার মূলত আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে জমি পুনরুদ্ধারে অটল অবস্থানে আছে। জমি, পরিচয় ও জনবসতির প্যাটার্ন নিয়ে আসামে ফের একবার আলোচনা চরমে উঠতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সম্প্রতি জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকীতে কংগ্রেসকে নিশানা করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, "যারা একসময় সংবিধানকে শ্বাসরোধ করেছিল, আজ তারা-ই সংবিধানের রক্ষাকর্তা সাজছে।" সেই ধারাবাহিকতায় এবার ভূমি দখলের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে তিনি এক 'ঐতিহাসিক দায়িত্ব' হিসেবেই ব্যাখ্যা করলেন।

অসমের বিপন্ন সোনালী ল্যাঙ্গুর পাচারের ছক ভেস্তে দিল মুর্শিদাবাদ পুলিশ, উদ্ধার ৪টি বিরল প্রজাতির বনমানুষ, গ্রেফতার ৬

মুর্শিদাবাদ, ২২ জুন: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা এলাকায় এক গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আটক করল ছয় জন পাচারকারীকে এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করল চারটি সোনালী ল্যাঙ্গুর। এই বিরল প্রজাতির বনমানুষ ভারতের অন্যতম বিপন্ন প্রাণী, যা সাধারণত অসমের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভুটানের কিছু এলাকায় পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার, যখন বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত ভরত রেলগেটের কাছে পুলিশ দুটি গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালায় এবং অবৈধভাবে পাচার হওয়া ল্যাঙ্গুরগুলো উদ্ধার করে। গ্রেফতার হওয়া ছয় পাচারকারীর নামমিঠু দাস (৩৩), টিটু দাস (২৯), সামিল হোসেন বিশ্বাস (৩৯), রফিকুল মণ্ডল (২৯), হাসিবুল মণ্ডল (২৫) এবং বিশ্বজিৎ বাগ (২৩)। এদের বিরুদ্ধে ভারতের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের অধীনে কড়া ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই পাচারকারীরা অসম থেকে প্রাণীগুলো সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে অন্য রাজ্যে পাচারের চেষ্টা করছিল। বর্তমানে গোটা পাচার চক্রের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা জানতে বিস্তৃত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রথ উৎসব উদযাপনে সনাতনীরা

রথযাত্রা, যা রথ উৎসব নামেও পরিচিত, প্রতি বছর জুন অথবা জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। ২০২৫ সালের ২৭ জুন এই রথযাত্রা উৎসব। এই উৎসব বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হওয়ায় বিদেশিদেরও আকর্ষণ করে। মূলত, রথযাত্রা উৎসব সমতা এবং একীকরণকে নির্দেশ করে। এটি মানুষের জন্য ঐশ্বরিক সত্তার সাক্ষী হওয়ার একটি ভালো সুযোগ। উৎসবের দিনে তিন দেবতার পূজা করা হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে ভগবান জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান বলভদ্র; ভগবান জগন্নাথ এবং ভগবান বলভদ্রের বোন সুভদ্রা; এবং ভগবান জগন্নাথ।পুরী শহরের রাস্তায় দেবতাদের নিয়ে যাওয়া হবে যাতে সবাই আশীর্বাদ পেতে পারে। প্রতিটি দেবতার একটি করে রথ থাকে। ভগবান বলভদ্রের রথে ১৬টি চাকা থাকলেও, ভগবান জগন্নাথের রথে ১৮টি চাকা থাকে। একইভাবে, সুভদ্রার রথে ১৪টি চাকা থাকে। জগন্নাথ মন্দিরকে দেশের সবচেয়ে পবিত্র মন্দির বলে মনে করা হয়।

মানুষ কেন রথযাত্রা উদযাপন করে? ভারতের ওড়িশার একটি প্রধান শহর পুরীতে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে ভগবান কৃষ্ণ বা জগন্নাথ তাঁর জন্মস্থান মথুরা ভ্রমণ করতে চান। প্রতি বছর তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা এই উৎসবের আয়োজন করেন। ভক্তরা আরও বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসবে নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করলে তারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পান। মুসলমানরাও এই উৎসব উদযাপন করেন। রথযাত্রা উৎসব কীভাবে পালিত হয়? ভক্তরা জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বলভদ্র এবং সুভদ্রার মূর্তি গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যান। এরপর মূর্তিগুলিকে রথে স্থাপন করা হয়। পুরোহিতরা স্নান পূর্ণিমা পালন করেন, যা একটি রীতি যেখানে তিনটি মূর্তিকে জল (১০৯ বালতি) দিয়ে স্নান করানো হয়। স্নান করা মূর্তিগুলিকে শোভাযাত্রার দিন পর্যন্ত আলাদা করে রাখা হবে। এই অনুষ্ঠানকে আনসার বলা হয়। ওড়িশার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী চেরা পাহাড়ের আনুষ্ঠানিকতা করেন। রাজা চেরা পাহাড়ের অনুষ্ঠানের সময় দেবতাদের বহন করেন এবং রথে স্থাপন করেন। রথযাত্রা, বা 'রথের উৎসব', ওড়িশার পুরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এবং এটি ভগবান জগন্নাথ, তাঁর ভাই বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এই উৎসবটি এই দেবতাদের তাদের মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে যাত্রা সম্পর্কে, যা তাদের মাসির বাড়িতে তাদের ভ্রমণের প্রতীক। এটি এমন একটি উৎসবে পরিণত হয় যেখানে সকল পটভূমির মানুষ তাদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হয়। এই উৎসব ঐক্য, দেবতাদের প্রতি ভালোবাসা এবং সাংস্কৃতিক গর্বের কথা বলে। রথযাত্রায় ভগবান জগন্নাথের ভূমিকা-রথযাত্রার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন ভগবান জগন্নাথ। তিনি ভগবান বিষ্ণুর এক রূপ। উৎসবের সময় ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার মূর্তি রথে স্থাপন করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষ তাদের টেনে নিয়ে যান। জগন্নাথের মূর্তিটি কাঠের তৈরি এবং এর চোখ বড়, যা প্রতীকী যে তিনি সবকিছু দেখতে পান। রথ টানা আশীর্বাদ এবং আধ্যাত্মিক শান্তি নিয়ে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়। রথযাত্রা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়, প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান অর্থপূর্ণ। এখানে মূল আচার-অনুষ্ঠানগুলি দেওয়া হল:

ছেড়া পাহাড়: এই সময় পুরীর রাজা অথবা তার প্রতিনিধি সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সামনের মাটি ঝাড়ু দেন। এই কাজ দেবতাদের পথকে পবিত্র করে এবং নম্রতা ও সেবা প্রদর্শন করে।

রথ টানা: হাজার হাজার মানুষ রথ টানেন, প্রার্থনা ও গান করেন। এটি ভক্তদের তাদের ভক্তি প্রদর্শন এবং প্রভুর আরও কাছের বোধ করার একটি উপায়। রথ টানার কাজ আত্মাকে শুদ্ধ করে বলেও বিশ্বাস করা হয়।

স্নান পূর্ণিমা:- এটি রথযাত্রার প্রথম রীতি। ভগবান জগন্নাথ এবং তাঁর ভাইবোনদের মূর্তিগুলিকে পবিত্র জল দিয়ে স্নান করানো হয়। যাত্রা শুরুর আগে মূর্তিগুলিকে পবিত্র করার জন্য এটি করা হয়। রথের সাজসজ্জা:-রথগুলি সুন্দর রঙ, ফুল এবং কাপড় দিয়ে সজ্জিত। প্রতিটি রথ তার বহনকারী দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং যতটা সম্ভব জমকালো দেখানো হয়। গুন্ডিচা মন্দিরে প্রার্থনা:-রথগুলি গুন্ডিচা মন্দিরে পৌঁছানোর পর, দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা এবং আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। এটি ভগবান জগন্নাথ এবং তাঁর ভাইবোনদের তাদের মাসির বাড়িতে আগমনকে চিহ্নিত করে।

প্রত্যাবর্তন যাত্রা (বহুদা যাত্রা): গুন্ডিচা মন্দিরে কয়েকদিন থাকার পর, দেবতারা জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসেন যাকে বলা হয় বাহুড়া যাত্রা। এটি যাত্রার সমাপ্তি চিহ্নিত করে এবং দেবতাদের তাদের দর্শনের পরে বাড়ি ফিরে আসার প্রতীক। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি রথযাত্রাকে আধ্যাত্মিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত করে তোলে যা মানুষকে ভক্তির সাথে উদযাপনের জন্য একত্রিত করে। রথযাত্রাকে ঘিরে।

পহেলগাম নিয়ে চলছে লাগাতার চাপানউতোর

বরুণ দাস

আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাসবোধ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আমরা কেউ কাউকে আজ বিশ্বাস করতে নিতান্তই অপারগ। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, বাবা-মা সন্তানকে, সন্তান বাবা-মাকে, বোনকে, বোন ভাইকে। এমন কি, পাড়া-প্রতিবেশির মধ্যেও এই বিশ্বাসহীনতার বীজ শুধু অন্তরিত নয়, মহীরূহ হয়ে উঠেছে। কর্মস্থলেও ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার আমরা অনেকেই। হাটে-বাজারে বা শপিং মলে কেনাকাটার ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

মোটের ওপর এক চূড়ান্ত বিশ্বাসহীনতার রাজ্যে বাস করছি কমবেশি আমরা সবাই। এই -বিশ্বাসহীনতা থেকে জন্ম নেয় সন্দেহের। ফলে আমরা এখন পরস্পর পরস্পরকে। বেশ সন্দেহের চোখে দেখছি। এরফলে যেকোনও ব্যাপারেই একে অপরকে দায়ী করছি। হয়তো দেখা যায়, এই দায়ী করার পিছনে কোনও যুক্তি বা কারণ নেই। কিন্তু মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া অনাস্থা বা সন্দেহ আমাদের সুস্থ বা স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমরা সেই অকারণ আচ্ছন্নতা থেকে কোনওভাবেই বেরিয়ে আসতে পারছি না।

এককথায় বলা যায়, আমাদের মনোভাবটা যেন এই-আমি ঠিক, তুমি বেঠিক। আমি বুঝি, তুমি বোঝ না। আমি ভালো, তুমি মন্দ। আমি সং, তুমি অসৎ। আমি ঠকছি, তুমি ঠকাচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই আরও দেখা যায়, কেনাকাটি করার সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ও তার মূল্য নিয়ে বাদানুবাদ চলে। কেউ কেউ বিক্রেতাকে বলেন, ওজনে কম দিচ্ছ। একেবারে সোনার মাপ। বাটখাড়ায় গোলমাল করে রেখেছ। অথচ দাম তো কম নিচ্ছ না। কারও অভিযোগ, দাম বেশি নিচ্ছ অথচ নিম্নমানের জিনিস দিচ্ছ। আজকের দিনে রাজনীতিকেরাও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রায় সব দল প্রসঙ্গেই একথা সমান সত্য। "আগ মার্কা" কথাটাই আজ রীতিমত ঠুনকো হয়ে পড়িয়েছে। গুরুত্ব হারিয়েছে। একই সঙ্গে সে তার ওজনও একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। অন্যদিকে হারিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতিকদের গ্রহণযোগ্যতা রাজনীতিকেরাও জনসাধারণকে আর আগের মতো বিশ্বাস করেন না। ভোটের আগে হাসিমুখে সম্মতি জানালেও ভোটটা কোন চিহ্নে পড়বে তা আগে থেকে বোঝা আজ আর সম্ভব নয়।

অথচ বাইরে থেকে দেখে সবটা বোঝার তেমন উপায় নেই। গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই যে একটা প্রচ্ছন্ন অভিনয় চলছে তা আমরা উভয়েই বুঝতে পারলেও কিন্তু প্রকাশ করিনা। বুঝেও না-বোঝার ভান করে থাকি। যাকে বহুশ্রুত কথায় বলা যায়-ওপেন সিক্রেট। যদিও ইংরেজকবি স্বয়ং উইলিয়াম -শেকসপিয়ার স্পষ্টতই বলেছেন, এই পৃথিবীটাই একটা বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ। আমরা এক একজন অভিনেতা মাত্র। অভিনয় শেষে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হয়। অর্থাৎ কাজ শেষে পরপারে পাড়ি জামানোর চিরাচরিত ব্যাপার আর কী। এখন প্রশ্ন হলো, পারস্পরিক এই বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে সাঁতার কেটে কতোদিন ভেসে থাকা যায়? বা ভেসে চলা সম্ভব? নিরন্তর সাঁতার কেটে চললে ক্লান্তিতে একদিন-না-একদিন তো ডুবে মরতে বাধ্য হবে মানুষগুলো। সেই ভয়ঙ্কর দিন কী খুব দূরে? আজকের পরিস্থিতি তো তেমন কথা বলে না। তাহলে আমাদের সামনে কী সেই ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছে? আমরা কী বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে স্বরিতেই তলিয়ে যাব? আমরা কী বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে দ্রুত হারিয়ে যেতে চলেছি? এ অনিবার্য প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? পাঠক হয়তো ভাবছেন, বিশ্বাসহীনতা নিয়ে এতো কথার পিছনে আসল কারণটা কী? হ্যাঁ, প্রিয়পাঠক, প্রশ্ন করলেও উত্তরটা আপনিও ভালো জানেন। এবং জোর দিয়েই বলা যায় বেশ ভালো করেই জানেন। কারণ আমরা সবাই তো ভুক্তভোগী। আপনার-আমার আশপাশের সিংহভাগ মানুষজনই এসব নিয়ে শুধু সরব নন, রীতিমত চর্চাও করেন। সচেতন পাঠকের হয়তো দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে তো আমরা সবাই ভালো করেই জানি। কিন্তু এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামটা যদি একটু স্পষ্ট করে বলেন তো ভালো হয়।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে শুধু সারা দেশ কেন, সারা বিশ্বই তোলপাড়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের ৩৩টি দেশ ওই সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রত্যাঘাত করার অধিকার আছে-তা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। যে দেশটির বিরুদ্ধে ভারতের "অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ" কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের। সম বৈসারনে সন্ত্রাসী হামলার পিছনে একমাত্র মদতদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভারত-সে দেশটির ধারাবাহিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নিয়ে গোটা বিশ্বই অবহিত আছে একথা কিন্তু বলাই বাহুল্য।

তাই সীমান্ত অতিক্রম না করেই পাক অধীকৃত কাশ্মীরের নির্দিষ্ট কিছু কিছু এলাকায় আকাশপথে প্রত্যাঘাত চালায় ভারত এবং বেশকিছু জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয় তারা। এমনটাই দাবি ভারতের। উন্নত প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ক্যামেরায় সেসব ধ্বংসের ছবি গোটাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলায় মদতদাতা হিসেবে অভিযুক্ত পাকিস্তান প্রথমে গাইগুই করলেও পরে আক্রমণের শিকার যে তারা সেকথা প্রকারান্তরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবং অনেক সিভিলিয়ান মারা গেছে বলে (অপ) প্রচার চালায়। গোটা দেশজুড়ে এ ঘটনায় দেশপ্রেমের জোয়ার দেখা যায়। কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদলের সুপ্রিমোকে (সুপ্রিমদ্বয় বলাই ভালো। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রীর ডানহাত হয়ে উঠেছেন) দৃঢ়চেতা লৌহমানব ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রচারও চালানো হয়। এ ঘটনায় মাননীয়র ৫৬ ইঞ্চি বুকের পাটা ১১২ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তেমন সম্ভাবনা যে প্রবল সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। দলের কাউন্সিলর থেকে সাংসদ সবাই বুক চিতিয়ে প্রত্যাঘাতের সাহসিকতায় ভাগ বসাতে মরিয়া।

মাননীয় মোদীজিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সম্মতি জানিয়েও কিন্তু কূটপ্রশ্ন তুলেছেন বিরোধিদলের কতিপয় নেতারা। এদের সঙ্গে আছেন মানবাধিকার কর্মীরাও। আর একদল স্বঘোষিত বামপন্থী ব্যক্তি আছেন যারা বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে নিজস্ব যুক্তি সাজিয়ে সমস্ত ঘটনার (অপ) ব্যাখ্যা দিতে সদা তৎপর-তারাও ভাঙা ক্যাসেট (যদিও এখন ক্যাসেট-সিডি পেরিয়ে পেন-ড্রাইভ-এর যুগ চলছে) বাজিয়ে বলে চলেছেন-সবই আসলে সাজানো ঘটনা। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে কিছু চমক দেখাতে হবে না।

একথা ঠিক, বছর ঘুরলেই বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের "বিতর্কিত" শাসকদলের পাক-বিদ্বেষ একেবারে উথলে ওঠে। অস্বীকার করার উপায় নেই, ভোটের আগে এই উপমহাদেশের ভারত-পাকিস্তান বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশ-বিদ্বেষ চাগিয়ে ওঠে। এবং ওই দেশ-বিদ্বেষ-এর কড়া বড়ি দেশের মানুষ খায়ও ভালো। যদি না-ই খায় তো পাকা মাথার রাজনীতিকেরা তা ভোটের বাজারে বার বার নতুন মোড়কে ছাড়বেনই-বা কেন? রাজনীতিকদের কী এতোটাই বোকা ভাবেন।

অনেক "দেশপ্রেমী" আবার প্রশ্ন তুলেছেন, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যারা চুপ করে থাকেন, তারাই আবার ভারতের প্রত্যাঘাতের ঘটনায় সরব হয়ে রাস্তায় কেন? ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরোধি স্লোগান কেন? তাদের আরও প্রশ্ন,সন্ত্রাসবাদীদের কোনও জাত কিংবা ধর্ম হয় না। বলে যারা কম্বুকণ্ঠে বলেন-তাঁরা কী চোখ বুঝে থাকেন? পহেলগামের কী জাত-ধর্ম দেখে সন্ত্রাসী কাজ চালানো হয়নি। (কিংবা গুজরাতে কী জাত-ধর্ম দেখে হত্যাকান্ড চালানো হয়নি।) সুতরাং শুধু "কথার ফুলঝুড়ি" উড়িয়ে কাজ হয় কী? ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি যখন উরি পুলওয়ামায় ৪০জন ভারতীয় জওয়ানদের (সিআরপিএফ) কনভয়ের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তখনও ওই ঘটনাকে অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত বা "সাজানো ঘটনা" বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সম্প্রতি ওই ঘটনায় তাদের জড়িত থাকার কথা কার্যত প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন পাক-কর্তৃপক্ষ। ১১ মে ২০২৫ এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই ঘটনাকে পাক সেনাবাহিনীর "কৌশলগত দক্ষতা" বলে দাবি করেন সে দেশের বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মাশাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ।

তার কথায়, 'পুলওয়ামায় আমরা ওদেরকে (ভারতকে) আমাদের কৌশলগত দক্ষতা সম্পর্কে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি...।' না, পাকিস্তানের এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি নিয়ে ওই অতিবোদ্ধা সমালোচকদের কোনও মাথাব্যথা নেই। নির্ভেজাল মিথ্যে প্রচার নিয়েও তাঁদের কোনও অনুশোচনা নেই। রাজনীতি আর মিথ্যেচার যেন একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরজন্য অবশ্য দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিকেরাও সিংহভাগ দায়ী। ভোট রাজনীতি তাদেরকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। মিথ্যের মিনারে দাঁড়িয়ে নিজেদের হাস্যকর করে তুলেছেন। ভারত সরকারের "চক্রান্ত" বা "সাজানো ঘটনা" হলে পাকিস্তানের ওপর ভারতের প্রত্যাঘাতের ঘটনায় তারা ছেড়ে দেবে? এতোটা ভীরু পাকিস্তান অবশ্যই নয়। হওয়া উচিতও নয়। এটা বোঝার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। সাধারণ বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই বোঝা যায়। আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধই বা কী বলে? ড্রয়িংরুমে তৈরি করা কল্পিত কাহিনি বাজারে ছেড়ে দিলেই হল? যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চলা কিছু নির্বোধ মানুষ এসব খাবে বটে। কিন্তু কোনও যুক্তিবোধসম্পন্ন সচেতন মানুষ কখনই খাবে না। খেতে পারে না। ভারতের সেনা কিংবা পর্যটকদের ওপর যদি পাক-মদতপুষ্ট কোনও সন্ত্রাসী ঘটনা 'সাজানো ঘটনা'ই হয়ে থাকবে, তাহলে আমাদের সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তাঁরা প্রশ্ন তুলবেন না- কেন তাঁদের অকারণে হত্যা করানো হচ্ছে? গোয়েন্দা-সূত্রে সেনারা কী জানতে পারেন না কারা তাঁদের হত্যা করছে? স্বদেশি সরকার নাকি বিদেশি সরকার? ভোট রাজনীতির ময়দানে তাঁরা কেন বলি হবেন? সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে তার দায়ভার সামলাবেন কে? প্রোপাগড়া করার আগে একটু ভেবে দেখা দরকার। প্রশ্ন কিন্তু আরও আছে। তাহলে কী বঙ্গের দিদি আর দিল্লির দাদার মতো পাকিস্তানের সঙ্গেও "গোপন সেটিং?" সেক্ষেত্রে "শত্রুদেশ" হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান কেন ভারতের কথায় সম্মত হবে। সেদেশের স্বার্থ কোথায়? ভারত-বিদ্বেষকে তারাও কাজে লাগায় বটে কিন্তু সেদেশে তো গণতন্ত্রই নেই। সেনারাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সরকার চালায়। বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মাথার ওপর একটা গণতান্ত্রিক "পুতুল সরকার" বসিয়ে রাখে বটে। তাঁদের সঙ্গে ভারত সরকারের সেটিং হবে কোন যুক্তিতে? পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী!

যুদ্ধ যদিও কোনওভাবেই ভালো নয়। যারা যুদ্ধে মদত দেন, তাঁদের লাভ বইতো কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হন যুদ্ধরত উভয় দেশের সাধারণ মানুষ। যারা কোনওভাবেই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত নন। যুদ্ধে শুধু মৃত্যুই নয়, যারা বেঁচে থকেন, অভাব-অনটনে তাঁরা মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি কষ্টকর জীবন কাটাতে বাধ্য হন। এটাই কঠোর ও কঠিন বাস্তব। সুতরাং কোনও যুদ্ধই স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে না। তাই যতোটা পারা যায়, যুদ্ধের পথ এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও সবসময় তা হয়তো সম্ভব হয় না। তাছাড়া যুদ্ধ কখনও সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। যুদ্ধ সবসময়ই মনুষ্যত্ব ও মানবতার চূড়ান্ত বিরোধি। এই অমানবিক পদক্ষেপে মানুষের কোনও কল্যাণসাধনই হয় না। যুদ্ধে যারা জয়ী হয়, তারাও তো অনেক হত্যালীলার মধ্য দিয়ে "জয়"-এর পথ দেখে। এই হত্যালীলা ও ধ্বংস তো নিজের দেশের মানুষ ও সম্পদেরই। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি থেকে বিশ্বের তাবড় তাবড় কবি- মনীষী-দার্শনিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের জোরালো মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কোনওদিন কর্ণপাতও করিনি। আজও করছি না। যেমন ৬২-তে চিন-ভারত এবং ৬৫ ও ৭১-এ পাক-ভারত যুদ্ধে সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব হয়েছে? এমন কি, কার্গিল-কালেও তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি এক "চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক" (প্রকাশ্যে গো-মাংস ভক্ষণ করে যাঁকে অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ দিতে হয়।) বর্ষীয়ান আইনজীবী বামনেতা বলেছেন, যুদ্ধ নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে আপসে আলোচনায় বসে সমস্যা মেটাতে হবে। খুব ভালো প্রস্তাব। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান কী আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে আগ্রহী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য কাশ্মীরের বাকি অংশটুকু। সুতরাং বাস্তব-বহির্ভূত বক্তব্য বিতরণ করে কী লাভ? এতে হয়তো সাময়িক বাহবা পাওয়া যায়। একাত্তর-পরবর্তী ইন্দিরা-ভুট্টোর সিমলা-চুক্তি পাকিস্তান মেনে চলেছে কী? পাকিস্তান কখনও কী আপসের রাস্তায় হাঁটতে অভ্যস্থ। কী বলে পাক-ভারত সম্পর্কের পুরনো ইতিহাস হে প্রাজ্ঞ কমরেড? সাতচল্লিশের পর থেকে দু'হাজার পঁচিশ- তিন-তিনটি যুদ্ধ ও ধারাবাহিক ছায়াযুদ্ধের পরও কী "সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর" বলে বিশ্ব পরিচিতি পাওয়া পাকিস্তান সম্বন্ধে ওই "বামমার্গী প্রস্তাব" চলে? মাটিতে পা রেখে কথা বলার অভ্যাস হারালে চলবে কেন? সম্প্রতি (পহেলগামে পর্যটকদের ওপর পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলার দিন চারেক আগে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির "দ্বিজাতি তত্ত্ব" নিয়ে তাঁদের মনোভাবের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কী সেই মনোভাব। পাকিস্তানের ছেলেমেয়েদের দেশের সৃষ্টির কাহিনি শোনাতে হবে। পাকিস্তান তৈরির কাহিনি কোনওভাবেই ভুলতে দেওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের আদিপুরুষরা বুঝেছিলেন যে, মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে সব রকমভাবে আলাদা...। আমাদের ধর্ম আলাদা। প্রথা আলাদা। ঐতিহ্য আলাদা। চিন্তাভাবনা আলাদা। এখানেই শেষ নয়। তাঁর আরও সংযোজন, আমাদের লক্ষ্য আলাদা। সেখানেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত। আমরা দু'টি আলাদা রাষ্ট্র। এক নই..। আলাদা হোক ক্ষতি নেই। এক হতে হবে এমন কোনও মাথার দিব্যিও নেই। কিন্তু আলাদা হওয়ার জন্য জন্মের পর থেকেই প্রতিবেশি দেশের ওপর লাগাতর হামলা চালিয়ে যেতে হবে কেন? তাদের ভূখন্ডের দখল নেওয়ার জন্য আমরণ সামরিক চেষ্টা (সীমান্তে ছায়াযুদ্ধ) চালাতে হবে কেন? ভারত তো অর্ধেক কাশ্মীর নিয়েই সন্তুষ্ট। বাকিটুকু দখলের জন্য মরিয়া নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ফারাক এখানেই।

পরিশেষে বলা যায়, পুলওয়ামা-পহেলগামের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিভাজন নীতির ধারক-বাহক। বলে আখ্যায়িত ভারত সরকারকে দোষারোপ করার পিছনে হয়তো অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলোকে কোনওভাবে অস্বীকার করার উপায়ও হয়তো নেই। আসলে সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাসবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। এই নষ্ট হয়ে যাওয়াই এই ন্যক্করজনক অবস্থার জন্য দায়ী একথা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা স্বীকার করার মতো প্রয়োজনীয় সততা আর শক্ত টান টান মেরুদণ্ড বর্তমান সরকারের নেই।

অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকার পারে না এমন কোনও কাজ নেই-এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধেছে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে। শুধু দানা বাঁধাই নয়, একেবারে গেঁথে গেছে মনের গভীরতম প্রদেশে। ফলে যা হয়তো নয়-তাই বিশ্বাস করানো যাচ্ছে অনায়াসেই। তথাকথিত বামপন্থী মুখোসধারী (ব্যক্তিজীবনে বুর্জোয়া) কতিপয় অতিবোদ্ধার অলস মস্তিষ্কে জন্ম নেওয়া এসব কল্প-কাহিনি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে নিজেদের ব্যতিক্রমী এবং বুদ্ধিমান সাজানোর লোভে মানুষকে ক্রমাগত ভুল বুঝিয়ে চলেছেন। এতেই যেন এদের আনন্দ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আশীষ সাহার নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ঝাড়িয়া কয়লাক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধ্বস এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন, সংশোধিত ঝাড়িয়া মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ঝাড়িয়া কয়লাক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য সংশোধিত ঝাড়িয়া মাস্টার প্ল্যান (জেএমপি) এর অনুমোদন করেছে। সংশোধিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট আর্থিক ব্যয় হবে ৫, ৯৪০.৪৭ কোটি টাকা। এতে পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করা হবে যে আগুন ও ভূমিধস মোকাবেলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হবে।

সংশোধিত জেএমপি পরিকল্পনার আওতায় পুনর্বাসিত পরিবারগুলির জন্য সুস্থায়ী জীবিকা নির্বাহের উপর আরও জোর দেওয়া হবে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং আয়-উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করা হবে। উপরন্তু, এক লক্ষ টাকা জীবিকা নির্বাহ অনুদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাইপলাইনের মাধ্যমে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তার সুযোগ আইনগত মালিকানাধারী (এলটিএইচ) পরিবার এবং অ-আইনী মালিকানাধারী (নন এলটিএইচ) পরিবার উভয়কেই প্রদান করা হবে।

এছাড়াও, সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্কুল, হাসপাতাল, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, কমিউনিটি হল এবং অন্যান্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলির মতো বিস্তৃত পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি গড়ে তোলা হবে। সংশোধিত ঝাড়িয়া মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই বিধানগুলি বাস্তবায়িত হবে, যা একটি সামগ্রিক এবং মানবিক পুনর্বাসন পদ্ধতি নিশ্চিত করবে।

জীবিকা সহায়তা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে, জীবিকা-সম্পর্কিত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য একটি উৎসর্গীকৃত ঝাড়িয়া বিকল্প জীবিকা পুনর্বাসন তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্থানীয় অঞ্চলে পরিচালিত মাল্টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগও পরিচালিত করা হবে।

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর “সংবিধান হত্যা দিবস” হিসেবে পালিত হল ভারতের গণতন্ত্রের অন্ধকার অধ্যায়ের স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ঘোষিত জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার ”সংবিধান হত্যা দিবস” হিসেবে দিনটি পালন করছে। দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সংস্কৃতি মন্ত্রকের আয়োজনে ’স্বাধীনতার ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়’ নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি স্মরণ করা হয়েছে।

দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে আজ আয়োজিত হয় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। অমিত শাহ এই উপলক্ষে বলেন, “জরুরি অবস্থা কোনো জাতীয় সংকটের কারণে নয়, বরং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য চাপানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম স্তব্ধ ছিল, বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিলগণতন্ত্রকে কার্যত হত্যা করা হয়েছিল।” তিনি আরও বলেন, “এমন একটি অধ্যায় ভুলে গেলে ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তে আজকের এই আয়োজন দেশকে সতর্ক করতে সাহায্য করবে।” সারা দেশে রাজ্য থেকে রাজ্যে বিভিন্ন আয়োজনে দিনটি পালিত হয়েছে। সিকিমে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং গ্যাংটকের এমজি মার্গ থেকে একটি পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, “গণতন্ত্র কেবলমাত্র নির্বাচন নয়, এটি হল প্রতিদিনের দায়িত্ব ও নাগরিক সচেতনতা। সংবিধান আমাদের অধিকার দেয়, আমাদের সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।” তিনি এই দিনটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, মন্ত্রীরা ও বিধায়করা অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। অরুণাচল প্রদেশেও দিনটি পালিত হয়েছে রাজকীয়ভাবে। ইটানগরের ইন্দিরা গান্ধী পার্ক থেকে শুরু হয় ”টথনদ্ধহুদ্র টুথননা”, যার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী দাসাংলু পুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) কে.টি. পারনাইক, ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী চাউন মাইন, বিধায়ক ও কর্মকর্তারা। সেখানে এক তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়, যা জরুরি অবস্থার ভয়াবহতা ও তার অভিঘাতকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব ইন্দোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, “জরুরি অবস্থা হল ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। যারা এটি চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদের জন্যই আজও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত।” রাজ্যে এক বছরের কর্মসূচি শুরু হয়েছে আজ থেকে, যার মধ্যে থাকবে বিতর্ক, র‍্যালি, সেমিনার ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, “যারা একসময় সংবিধানকে শ্বাসরোধ করেছিল, আজ তারাই সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরছেএটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। ২৫ জুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অন্ধকার সময়কে, যখন দেশজুড়ে নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল।” তিনি সেইসব মানুষদের শ্রদ্ধা জানান যাঁরা প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেছিলেন। এদিকে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে এই দিবসকে পালিত হয়েছে ভিন্ন নামে‘সংবিধান রক্ষা দিবস’। দলের নেতা রবিদাস মেহরোত্রা বলেন, “জরুরি অবস্থার সময় আমরা জেলে ছিলাম, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। আজ আমরা শপথ নিচ্ছি সংবিধান রক্ষার। কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানানোই আমাদের বার্তা।”

সারা দেশে এই দিবস পালনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেগণতন্ত্রকে রক্ষা করা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি নাগরিকেরও দায়িত্ব। এই দিনটি ইতিহাসের স্মরণ, সতর্কতা এবং দায়বদ্ধতার দিন। সংবিধানকে সম্মান জানানো মানে শুধুমাত্র তার বিধান মানা নয়, তার চেতনা এবং নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করা। অতএব, ”সংবিধান হত্যা দিবস” পালন একদিকে যেমন অতীতের অন্যায়ের স্মরণ, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নবায়ন।

‘সংবিধান হত্যা দিবস’-এ কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ জেপি নাড্ডা ও রাজনাথ সিং-এর; জরুরি অবস্থাকে গণতন্ত্র হত্যার ‘কালো অধ্যায়’ বললেন নেতারা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ‘সংবিধান হত্যা দিবস’-এ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী মানসিকতার অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জরুরি অবস্থাকে ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের ‘অন্ধকারতম অধ্যায়’ বলে অভিহিত করেন।

জেপি নাড্ডা বলেন, “১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ‘অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা’র অজুহাতে। আসলে তা ছিল সংবিধান হত্যার এক নির্লজ্জ ঘটনা।” তিনি কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বকেও একই স্বৈরাচারী মানসিকতা’ বহন করার অভিযোগ করেন।

নাড্ডা অভিযোগ করেন, ওই সময় ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁকে ছয় বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। সেই রায়কে অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা রক্ষায় তাঁকে অবৈধভাবে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়।

তিনি বলেন, “প্রেসের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, বিরোধীদের জেলে পাঠানো হয়, বিচারব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। আর সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হয়।”

নাড্ডা স্মরণ করিয়ে দেন, “জয়প্রকাশ নারায়ণ, চৌধুরী চরণ সিং, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণী, বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া, মুরলী মনোহর জোশীর মতো বহু দেশপ্রেমিক এবং হাজার হাজার কর্মীকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জেলে পুরেছিল।”

তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাও তুলে ধরেন, বলেন, “তখন মোদীজি একজন তরুণ আরএসএস কর্মী হিসেবে চোখে ধুলো দিয়ে সরকারের নজর এড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের গল্প উঠে এসেছে বই ‘দ্য ইমার্জেন্সি ডায়েরি : ইয়ার্স দ্যাট ফোর্জদ এ লিডার’-এ।”

নাড্ডা বলেন, “কংগ্রেস আজও ‘ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া’ ভাবনার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। এক পরিবারের শাসনকেই তারা দেশের ভবিষ্যৎ মনে করে। আজও কংগ্রেসের শাসিত রাজ্যগুলিতে বিরোধীদের দমন, সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, এবং ক্ষমতার অহংকার স্পষ্ট।”

তিনি কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের ‘বয়কট তালিকা’ প্রকাশের ঘটনাও স্মরণ করিয়ে বলেন, “যখন তারা ক্ষমতায়, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে; আর যখন বিরোধী আসনে, তখন তাদেরই বয়কট করে।”

অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স-এ লেখেন, “জরুরি অবস্থার মাধ্যমে ভারতের গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাকে ধ্বংস করা যায়নি। সেই সময় যাঁরা কারাবরণ করেছেন, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, তাঁদের ত্যাগ দেশ কখনও ভুলবে না।”

তিনি জানান, জরুরি অবস্থার স্মৃতিকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তুলে ধরার জন্যই প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৫ জুনকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের বিভিন্ন বুথ এবং জেলা স্তরে এই উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে স্বৈরাচারের ভয়াবহতা এবং গণতন্ত্র রক্ষার গুরুত্ব বোঝানো।

সংবিধান হত্যা দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়

নৈনিতাল, ২৫ জুন: উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় আজ কুমাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেছেন, ৫০ বছর আগে, ভারতের সবচেয়ে বড় এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্র এক ভয়াবহ ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছিলজরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে। তিনি উল্লেখ করেন, “জরুরি অবস্থা ছিল গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার মতো এক ভূমিকম্প। সেই সময় রাত ছিল অন্ধকারময়, মন্ত্রিসভা পাশ কাটিয়ে যায়, প্রধানমন্ত্রী নিজের স্বার্থে জাতিকে অবজ্ঞা করেন, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের উলঙ্গায়ন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, যা ২১ থেকে ২২ মাস ধরে আমাদের গণতন্ত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময় ছিল।”

উপরাষ্ট্রপতি জানান, “সেই সময় প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ কারাগারে আটক ছিল, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ ছিল না। নয়টি হাই কোর্ট সাহসিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল এবং বলেছিল, জরুরি অবস্থা থাকলেও মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যাবে না। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ উল্টে দিয়েছিল। তারা বলেছিল, জরুরি অবস্থা ঘোষণা নির্বাহী শাখার সিদ্ধান্ত, যা বিচারিক পর্যবেক্ষণে আসবে না এবং জরুরি অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থাকবে না। এটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য বড় আঘাত।”

তিনি বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, “জরুরি অবস্থার সেই অন্ধকার সময়ের কথা আপনাদের জানতে হবে। প্রেসের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? কারা কারাগারে গিয়েছিল? যারা আটক হয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরবর্তীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এজন্য তরুণদের এই ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এই কারণেই সরকার প্রতি বছর ২৫ জুন ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ হিসাবে পালন করে যাতে এমন অন্যায় আর কখনো না ঘটে।”

উপরাষ্ট্রপতি ধনখড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করে বলেন, “শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট পাওয়ার জায়গা নয়। ভার্চুয়াল শিক্ষার চেয়ে ক্যাম্পাস শিক্ষার আলাদা গুরুত্ব আছে, কারণ এখানে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে মানসিকতা গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো চিন্তার প্রসার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র। এখানে যদি ভয় থেকে কোনো ধারণা আসে, তাহলে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সম্ভব নয়। আমাদের তরুণ সমাজের ওপর বিশ্বের নজর, কারণ তারা নিজেদের ক্যারিয়ারই নয়, দেশের ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ পায়।” তিনি আলুমনাইদের ভূমিকা ও অবদানের প্রতি জোর দিয়ে বলেন, “৫০ বছরের ইতিহাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার আলুমনাই হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আলুমনাই ফান্ড কর্পাস ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। আপনি ভাবুন, যদি এই ১ লক্ষ আলুমনাই বছরে মাত্র ১০ হাজার টাকা করে দান করেন, তাহলে বছরে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ হবে। বছর বছর এটি চললেই প্রতিষ্ঠান স্বনির্ভর হয়ে উঠবে এবং আলুমনাই ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ বাড়বে।

‘নেশা মুক্ত ভারত অভিযান’-এর অধীনে দেশব্যাপী সচেতনতা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে সরকার আয়োজন করছে বিশেষ অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগ, ভারত সরকার, আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে ২৬শে জুন ২০২৫ তারিখে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, নয়াদিল্লিতে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রী বি. এল. বর্মা এবং বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

মাদকবিরোধী কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রক হিসেবে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দেশের মাদক চাহিদা হ্রাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করে থাকে। এর আওতায় শুরু হয়েছে একটি মহৎ উদ্যোগ --- ‘নেশা মুক্ত ভারত অভিযান’, যা বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় সক্রিয়। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো যুবসমাজের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়ানো, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে অংশগ্রহণ বাড়ানো।

এই অভিযানের অধীনে এখন পর্যন্ত ১৫.৭৮ কোটির বেশি মানুষকে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫.২৬ কোটি যুবক এবং ৩.৩১ কোটি নারী অন্তর্ভুক্ত। ৪.৩১ লক্ষের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এই সচেতনতা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। এই কাজে সহায়তা করার জন্য ২০,০০০ এর বেশি মাস্টার ভলান্টিয়ার চিহ্নিত ও প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। অভিযানের প্রচার ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত কন্টেন্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

নেশা মুক্ত ভারত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে রিয়েল-টাইম তথ্য উপস্থাপন সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে, ঠ্ঠদ্ম://দ্রব্দত্নথ.ত্মদ্রন্দ্দত্র.ভ্রুঞ্জদ্র ওয়েবসাইটে রয়েছে বিস্তারিত তথ্য, অনলাইন আলোচনা ফোরাম, ড্যাশবোর্ড ও ই-প্লেজ ফিচার। ‘ড্রাগ ফ্রি’ থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে ১.৬৭ কোটির বেশি শিক্ষার্থী, যারা দেশের ৯৯,৫৯৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এই শপথে অংশ নিয়েছে। নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে নানা কার্যক্রম --- যেমন ‘নশে সে আজাদি’, ‘নয়া ভারত, নেশা মুক্ত ভারত’, এবং ‘এনএমবিএ - এনসিসি ইন্টারঅ্যাকশন’।

সরকার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন যেমন দ্য আর্ট অফ লিভিং, ব্রহ্ম কুমারী, ইসকন, রাম চন্দ্র মিশন ও অল ওয়ার্ল্ড গায়ত্রী পরিবার-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যাতে তারা গণসচেতনতা কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারে। এ ছাড়াও, দেশের সমস্ত ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারকে জিও-ট্যাগ করে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করা হয়েছে।

মাদকের অপব্যবহার শুধু ব্যক্তির স্বাস্থ্যকেই নয়, তার পরিবার এবং গোটা সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি এক ধ ব . ে ¯ ন ব . মনোবিজ্ঞান-চিকিৎসাজনিত সমস্যা, যা দীর্ঘমেয়াদে স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক রোগের সৃষ্টি করে, এমনকি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা ও সহিংসতার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে, ২৬শে জুন তারিখে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস, যা বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০২৫ সালের ১ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজনের জন্য সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, এই কার্যক্রমকে একটি জন আন্দোলনে রূপ দেওয়া, যাতে সমগ্র দেশ এই অভিযানে একযোগে অংশগ্রহণ করে।

GOVERNMENT OF TRIPURA WOMEN'S POLYTECHNIC, HAPANIA

Admission Notice for Diploma Engineering-2025

Students got selected for admission in to the Women's Polytechnic. Hapania through DEEET-2025 in the first round counselling process are directed to present in the Women's Polytechnic. Hapania campus with requisite fees of Rs. 3901/- and other testimonials as directed by the Central Selection Committee and get themselves admitted within 30th June, 1" July and 2nd July 2025 from 11.00 AM to 3.30 PM Positively without fail.

ICA/D/463/25

Sd -
(Dr. Tirtharaj Sen, FIE)
Principal
Women's Polytechnic, Hapania

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Government of Tripura from the bonafide suppliers/resourceful manufactures/dealers for purchase of annual Store articles during the financial year 2025-26. In the Crime Branch Office, Old Secretariat Complex, Agartala.

The details of the item will be available in detailed Tender Notice, copy of which may be obtained free of cost from the office of the Tripura Police Crime Branch Agartala during office. hour on request. The closing date of Tender is fixed on 15-07-2025 at 1600 hrs & the tender will be opened on the same date i.e.on 15-07-2025 at 1700 hrs.

The detailed Tender Notice may also be seen at Tripura Police website

ICA/C/1185/25

Superintendent of Police (Serious crime), Tripura Police Crime Branch Tripura, Agartala.

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 08/07/2025 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd Call/ Major Repairing of School Building at Pashim Panisagar High School under Panisagar block of North Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 13/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 55/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 2,99,997.00	Rs. 6,000.00	2(Two) months	Up to 3PM 08/07/2025	At 08/07/2025 Hrs on 4 pm.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder

ICA/C/1178/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer,
Samagra Shiksha, Tripura

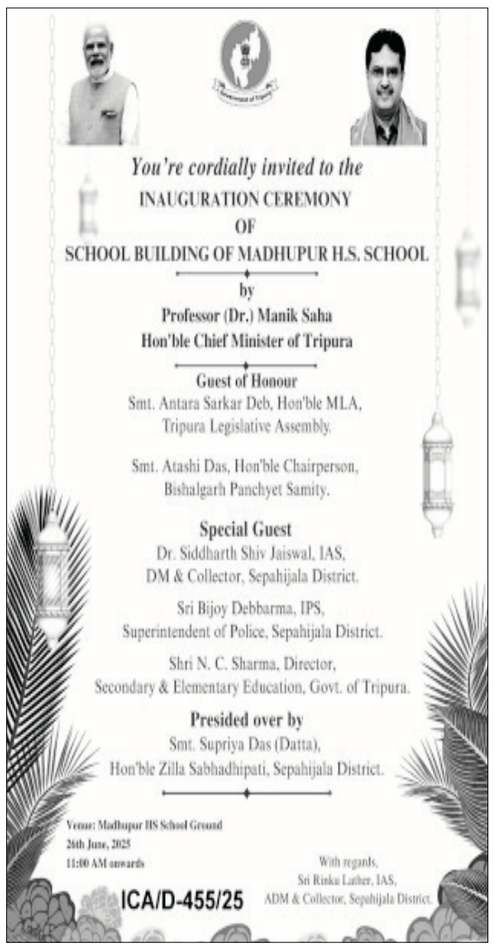

Notice

This is for the information of the candidates who have applied to Bir Bikram Memorial College for admission in the session 2025-26 that the admission process for the 3rd and 4th rounds will be conducted following the schedule given below:

Admission Related Activity	Duration (Date)
Publication of 3rd Merit List	27.06.2025 at 2 PM
Admission of 3rd Merit List Candidates	30.06.25 to 01.07.2025 from 11 AM to 3 PM
Publication of 4th Merit List	02.07.2025 at 2 PM
Admission of 4th Merit List Candidates	04.07.2025 to 05.07.2025 from 11 AM to 3 PM
Publication of Vacancy List after 4th Round	08.07.2025 at 2 PM

The merit lists of the candidates will be published in the portal of the Directorate of Higher Education (https://highereducation.tripura.gov.in/DHE/). Candidates are directed to go through the said portal for admission-related notifications.

ICA/D-458 25

(Snat. Minal Dasgupta)
Principal(i/c)
Bir Bikram Memorial College
Agartala, West Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হজমে সমস্যা হয়? সমাধান রয়েছে আনারস

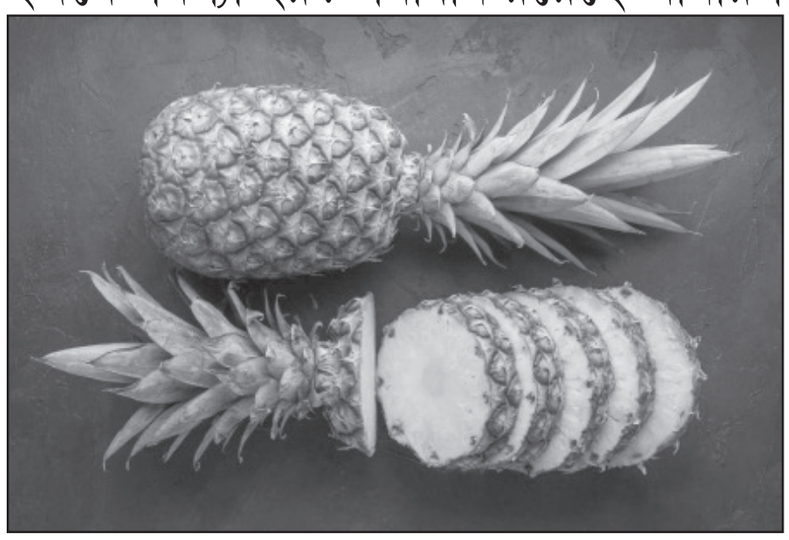

কখনও গরম আবার কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা গরেম সাধারণ খাবার খেয়েও পেটের সমস্যা হচ্ছে? আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাড়ির খুদে বা বয়স্কদের জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গও আছে। বর্ষাকালে অ্যার্লাজির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে চারিদিকে। এই রকম ছোটখাট সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই মুঠো মুঠো ওষুধ না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আনারসের উপর। আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম "ব্রোমেলেইন" যা হজমে সহায়তা করে। ভিটামিন সি, বি-র মতো যৌগগুলি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

এ ছাড়াও প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। তাই এখান থেকে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আনারসে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্সেরই গুরুত্বপূর্ণ নানা উপদান যেমন ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওফিন ও রাইবোফ্লাবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে।

হজমে সাহায্য করা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও আনারস আর কী কী উপকার করে? ১) ক্ষত সারিয়ে তোলে আনারসের মধ্যে "ব্রোমেলেইন" নামক যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি রয়েছে, তা প্রদাহনাশ করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। শরীরে কোনও ক্ষত সারাতে, সংক্রমণ কমাতেও সাহায্য করে আনারস।

২) বাতের ব্যথা উপশম করে

শরীরে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা বাতের ব্যথায় সমান ভাবে কার্যকরী আনারস। হালের গবেষণা বলছে, আনারসে থাকা "ব্রোমেলেইন" নামক উত্তেচকটি এই ধরনের ব্যথা কমাতে বিশেষ ভাবে কাজ দেয়।

৩) ক্যানসার প্রতিরোধ করে

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আনারসে উপস্থিত যৌগগুলি ক্যানসারের মতো মারণ রোগের তেজ অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলিকে শরীরের অন্যত্র ছড়াতে দেয় না।

পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে চাইলে সেদ্ধ করে খাওয়াই ভাল

কোন খাবার কতটা ভাল বা কোনটি নয়, তা নির্ভর করে তার পুষ্টিগুণের উপর। এমন অনেক খাবারই রয়েছে, যেগুলি কাঁচা অবস্থায় খেলে সর্বোচ্চ পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। আগুনের ব্যবহার জানার আগে মানুষ কাঁচা মাংস বা সব্জিই খেত। কিন্তু পরবর্তী কালে আগুনে ঝলসানো বা সেদ্ধ খাবারের উপকার সম্বন্ধে মানুষের চেতনা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর দেওয়া তথ্য বলছে, খাবারের পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে তোলার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হল সেদ্ধ করে খাওয়া। কোন কোন খাবার সেদ্ধ করে খেলে তার পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়?

১) আলু- পুষ্টিবিদেরা বলছেন, খোসা-সহ আলু সেদ্ধ করলে তার মধ্যে থাকা ভিটামিন সি এবং বি-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া আলুর মধ্যে থাকা ক্যালোরি এবং ফ্যাট অনেকটাই কমে যায় সেদ্ধ করলে।

২) ডিম-প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হল ডিম। পেশিবহুল শরীরের জন্য অনেকেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খান। তবে, ডিমের মধ্যে থাকা প্রোটিন শোষণ বা হজম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তা সেদ্ধ করলে। কাঁচা ডিমের মধ্যে স্যালমোনেল্লা নামক একটি ব্যাক্টেরিয়া থাকে। ডিমের সঙ্গে তা পেটের মধ্যে প্রবেশ করলে গোলমাল বাধতে পারে।

৩) গাজর- স্যালাডে কাঁচা গাজর খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। তবে সমস্যা হল, কাঁচা অবস্থায় গাজর খেলে এর মধ্যে থাকা পুষ্টিগুণ শরীর শোষণ করতে পারে না। বিটা-ক্যারোটিনের মতো উপাদান রয়েছে গাজরে। রয়েছে আরও বেশ কিছু খনিজ। গাজর সেদ্ধ করলে এই সমস্ত উপাদান সহজপাচ্য হয়ে ওঠে। শরীর সহজেই তা শোষণ করতে পারে।

৪) পালং শাক- পালং শাক সেদ্ধ করলে তার মধ্যে অক্সালেটের পরিমাণ কমে যায়। পাশাপাশি, এই শাকের মধ্যে থাকা আয়রন এবং ক্যালশিয়াম শোষণ করা সহজ হয়।

৫) টম্যাটো- স্যালাডে শসা, পেঁয়াজ এবং গাজরের সঙ্গে টম্যাটোও থাকে। এই সব্জির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। যা শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিনও। তবে, টম্যাটো রান্না করলে এই সমস্ত উপাদান শোষণ করা সুবিধাজনক হয়।

চুল পরিচর্যায় শ্যাম্পু নয় ব্যবহার করতে পারেন রিঠা

মাথার ত্বকের ধরন এবং সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শ্যাম্পু বাজারে এনেছে বিভিন্ন সংস্থা। কোনওটি চুল পড়ার জন্য, কোনওটি খুশকির জন্য, আবার কোনওটি চুলের জেল্লা ফিরিয়ে আনার জন্য। তবে আগেকার দিনে মা- ঠাকুরমাদের কাছে তো এত বিকল্প ছিল না। মাথা ধোয়ার জন্য তাঁরা ভরসা করতেন রিঠার উপর।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ না করে নিষ্প্রাণ চুলকে প্রাণবন্ত করতে সেই পুরনো পন্থায় ফিরে যাওয়াই ভাল। নামীদামি শ্যাম্পুর বদলে কেন ব্যবহার করবেন রিঠা?

১) মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখতে: শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গের মতো মাথার ত্বকও যথেষ্ট স্পর্শকাতর। তাই ক্ষারযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে দিক থেকে রিঠা নিরাপদ। ২) রাসায়নিক নেই: শুধু ক্ষার নয়, শ্যাম্পুতে অতিরিক্ত ফেনা হওয়ার জন্য, খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে নানা রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। রিঠাতে তেমন কোনও রাসায়নিক নেই। ৩) প্রাকৃতিক রং: রিঠার নিজস্ব একটি রং রয়েছে। যা পাকা চুল ঢাকতেও সাহায্য করে। তবে শুধু রিঠা ব্যবহার না করে মেহেন্দির সঙ্গে গুঁড়ো হিসেবে ব্যবহার করলে তার রং বোঝা যায়। চুলে কী ভাবে ব্যবহার করবেন রিঠা? রিঠা সাধারণত শ্যাম্পু হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। বড় একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে এক মুঠো রিঠা দিয়ে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ওই মিশ্রণ ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে চটকে নিতে হবে। তার পর পরিষ্কার একটি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে রিঠার অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিন। তার পর ওই মিশ্রণ দিয়ে শ্যাম্পুর মতো করেই মাথা ধুয়ে ফেলুন।

একটানা বসে কোমরে ব্যথা হলে আরাম পাবেন সহজেই

একটানা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থেকে কোমরে ব্যথা হচ্ছে। আবার অনেকেরই শরীর মুড়ে, পা বুকের কাছে রেখে ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁরাও অনেক সময় কোমরে ব্যথা অনুভব করেন। চিকিৎসকেরা বলছেন, বয়সজনিত কারণ ছাড়াও এমন নানা কারণে কোমরে ব্যথা হতে পারে। তবে ব্যথার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন ছাড়াও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলে এই ধরনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

তবে এই কোমরের ব্যথা যদি দু'তিন দিনের মধ্যে না কমে, সে ক্ষেত্রে তা অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হলেও হতে পারে।

১) নিয়মিত শরীরচর্চা: কোমরের যন্ত্রণা শুরু হলে সেই সময় নড়াচড়া করাই মুশকিল হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, একটু কষ্ট করে যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন, স্ট্রেচ করা যায়, আরাম মিলবে। ব্যথা কমলে সাঁতার বা এরোবিক্সও করা যেতে পারে। তবে এক দিনেই ফল মিলবে এমনটা আশা করা যায় না। নিয়মিত করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২) ঠান্ডা, গরম সেঁক: চোট বা আঘাত লেগে যদি কোমরে ব্যথা হয়, সে ক্ষেত্রে বরফের ঠান্ডা সেঁক দিয়ে থাকেন অনেকে। যা রক্ত জমাট বাঁধা, প্রদাহের মতো সমস্যায় আরাম দেয়। অন্য দিকে গরম সেঁক রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। ৩) মন ভাল রাখা: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথার সঙ্গে মানসিক চাপ বা অবসাদের যোগ রয়েছে। তাই সবার আগে মনের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কোমরে ব্যথা নিয়ে আসা ১০ জনের মধ্যে ৩ জনের কোমরে ব্যথার কারণ হল অবসাদ। ৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ঘুমের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ জড়িয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘুম কম হলে কোমরের ব্যথা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু সারা দিন কাজ করার পর এই সময়েই শিথিল হয়ে পড়ে। পরের দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘুমের মধ্যেই। তাই সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি।

৫) দেহের ভঙ্গি বদল: সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর বিছানায় পিঠ দেওয়া মাত্রই কী ভাবে শুয়ে আছেন, সে খেয়াল থাকে না অনেকের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শোয়ার ভুলেও অনেক সময়ে কোমরের উপর চাপ পড়ে। তাই সঠিক ভাবে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। একই ভাবে টেবিল-চেয়ারে বসার সময়েও মেরুদণ্ড সোজা করে বসার চেষ্টা করতে হবে।

প্রসাধনী নয়, জোর দিন স্বাস্থ্যকর ডায়েটে

নায়িকাদের মতো ত্বকের জেল্লা চান অনেকেই। তবে চাইলেও তা পাওয়া সহজ নয়। কারণ, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে নায়িকারা অনেক কিছুই করে থাকেন। বিভিন্ন সাক্ষাতারে নিজের রূপরুটিনের কথাও বলেন অনেকে। কী ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন সে বিষয়েও অনুরাগীদের জানান। তা জেনে নিয়ে অনেকেই সেই ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করার কথা ভাবেন। অনেকেই প্রিয় নায়িকার মতো রূপরুটিন মেনে চলেন। ত্বকের যত্নে নায়িকারা যে শুধু প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন, তা কিন্তু নয়। আলিয়া, দীপিকা, করিনা, কৃতি, কিয়ারা সকলেরই ত্বকের যত্ন এসে মিলে যায় স্বাস্থ্যকর ডায়েটে। প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বক বাহ্যিক ভাবে সুন্দর হয়। আর সেই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব সাময়িক। সে কারণে ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভিতর থেকে। জোর দিতে হবে ডায়েটেও। কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে আলাদা করে প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও চলবে?

প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার-শুধু শরীর চাঙ্গা রাখতেই নয়, প্রোটিন ত্বকচর্চাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, টফু, কটেজ চিজ, মাছ, দুধ শরীরে খেলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। ফলে কোলাজেন উতাদনের হারও বেড়ে যায়। কোলাজেন ত্বক ভিতর থেকে টানটান রাখে।

ভিটামিন সি ত্বকের যত্নে এই ভিটামিনেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ত্বক ও চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টটির জুড়ি মেলা ভার। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে পেঁপে, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, লাল ও হলুদ বেলপেপারের মতো খাবার নিয়ম করে খেতে হবে। জিঙ্ক- ত্বকের দেখাশোনায় জিঙ্কেরও প্রয়োজন আছে। চামড়া টানটান রাখে। জেল্লা আনে ত্বকে। রোজের খাদ্যতালিকায় কুমড়োর বীজ, কাজুবাদাম, দুগ্ধজাত খাবার রাখলেই শরীরে জিঙ্কের পরিমাণ বাড়বে। ত্বকও হবে মসৃণ।

ম্যাঙ্গানিজ রূপচর্চায় ম্যাঙ্গানিজের ভূমিকা অনবদ্য। বিভিন্ন ধরনের গোটা শস্য, বাদাম, ব্রাউন রাইস, সবুজ শাকসব্জিতে এই উপাদান ভরপুর মাত্রায় থাকে। তাই খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলি রাখতেই হবে। সব চিকিতা পদ্ধতিতেই কমবেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডা. মণীশ সাহালিয়ার মতে, তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে কেবল সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ব্রু প্রতিস্থাপন চিকিতা। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই ব্রু প্রতিস্থাপন করাতে পারেন।

ভাল অভিভাবক হতে গেলে সন্তানের প্রতি মনোযোগী দিতে হবে

খুদের দুষ্টুমি, দৌরাত্ম্য, অদ্ভুত সমস্ত কাণ্ডকারখানায় অনেক সময়ই মাথার ঠিক রাখতে পারেন না অভিভাবকেরা। বকাবকি করে ফেলেন, কখনও হয়তো হাতও উঠে যায়।

অন্য পক্ষে, খুদের মনেও অভিমান জমে। কিন্তু ছেলেমেয়েকে বড় করে তুলতে গেলে দ্রুত ধৈর্য হারালে চলবে কী করে? বরং সন্তানের মন বুঝে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। হতে হবে সন্তানের প্রতি মনোযোগী।

কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই কিন্তু সন্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া আরও ভাল হতে পারে। বাবা-মা ও খুদে মিলে তৈরি হতে পারে সুখী পরিবার। ১. সন্তানকে সুস্থ ও ভাল ভাবে বড় করার জন্য বাবা-মাকেও হতে হবে সচেতন। খুদের সমস্ত দুষ্টুমি মুখে বুজে সহ্য করা বা নিজের রাগ, খারাপ লাগা প্রকাশ না করা এগুলো তার উপায় নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ধৈর্যশীল হওয়াটা দরকার। হয়তো সে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার জন্য মাথাগরম হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রচণ্ড বকাবকির বদলে তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, কেন কাজটা ভুল। এই ভুলে কী ক্ষতি হয়েছে বা হতে পারত। ২. খুদের মনে অনেক কৌতূহল থাকে। তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি। তার মন কী চাইছে, বুঝতে চেষ্টা করলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া ভাল হয়। সন্তানকে বলতে দিন। আগেভাগে কোনও রকম বিচারে না গিয়ে, শুনুন তাঁর কথা। বোঝান যে, আপনি তার পাশে রয়েছেন। ৩. ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতি ঝোঁক খুব কম বয়স থেকে তৈরি হচ্ছে এখন। একদম ছোট বেলায় থাকে নানা রকম কার্টুন দেখার বায়না। কিন্তু দীর্ঘ ক্ষণ মোবাইল বা ট্যাব দেখা চোখের জন্য ভাল নয়। অভিভাবক ও সন্তান মিলে ঠিক করুন, কোন সময় কে মোবাইল দেখবে, কত ক্ষণ দেখবে। সেই সময়ে একে অন্যকে কোনও ভাবেই বিরক্ত করা যেন না হয়! ৪. সন্তানের ছোট সাফল্যও উদ্যাপন করুন, কারণ এতে বাচ্চা কাজে উৎসাহ পাবে। আবার একই সঙ্গে ব্যর্থতা নিয়েও কথা বলা জরুরি। কেন সেটা হল না, কী হলে ভাল হবে, সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন। ভুল থেকে শেখা যায়, সেই শিক্ষাটা শুরু থেকে তাকে দেওয়া জরুরি। ৫. খুদে সদস্যের কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা থাকে না। বাবা-মা হিসাবে সন্তানের প্রতিক্রিয়ায় রাগ করার বদলে সহনশীল হওয়া দরকার। বরং সে যাতে মনের কষ্ট, অনুভূতিগুলি সঠিক ভাবে বলতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।

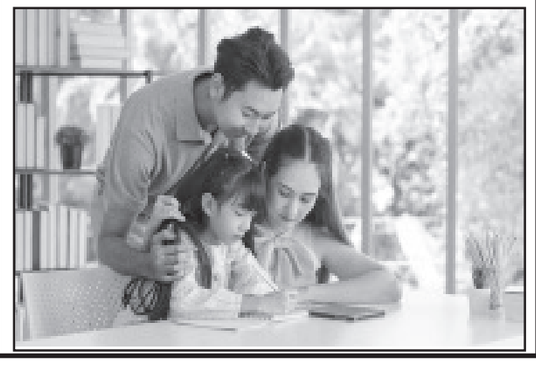

বর্ষার মরসুমে ভ্রমণের সতর্কতা

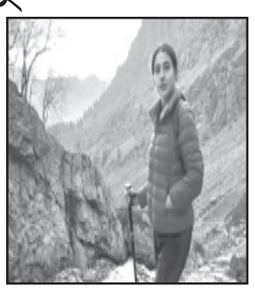

কখনও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, কখনও আবার শুধুই মেঘের গর্জন। পিচ্ছিল রাস্তাঘাট, মাটির সোঁদা গন্ধ, রাস্তায় জমা জল বর্ষার বরসুমে প্রকৃতি ভরে ওঠে সজীবতায়। এই মরসুমে অনেকের মনই বাড়িতে টেকে না, ছুটে যেতে যান অজানা উদ্দেশে। বর্ষায় ভ্রমণ মানেই আলাদা রোমাঞ্চ।

সজীবতার ভরপুর আশ্বাস থাকলেও বর্ষায় ভ্রমণ পরিকল্পনা করার আগে বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়। পাহাড় হোক বা সমুদ্র, বৃষ্টির কারণে রাস্তা থাকে পিচ্ছিল। নামতে পারে ধ্বস। হঠাতঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্রে ওঠে তুফান তাই যে কোনও পরিস্থিতির জন্যই থাকতে হবে প্রস্তুত। ব্যাগপ্যাকে রাখতে হবে বাড়তি কিছু জিনিস। জেনে নিন বর্ষায় কী কী জিনিস ছাড়া বাড়ি থেকে বেরবেন না।

১। রেইনকোট ও ছাতা: বর্ষায় ভ্রমণের জন্য ব্যাগ গোছানোর সময় ছাতা ও রেইনকোট ভুললে চলবে না। ভিজলে ঘোরাটাই হবে মাটি ২। স্যানিটাইজার: কোভিডের হাত থেকে রেহাই পেলেও এখন আবার দেশ জুড়ে কনজাঙ্কটিভাইটিসের দাপট বেড়েছে। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপর বাড়তি নজর দিতে হবে। বারে বারে হাত ধুতে হবে। তবে বেড়াতে গেলে তা সব সময় সম্ভব হয় না, তাই স্যানিটাইজারের বোতলটি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। ৩। ওষুধ: বর্ষায় বাইরের জল খেলে পেটের গোলমাল হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তা ছাড়া বাইরে ঘুরতে গেলে সফরের সময় বমি, মাথা ধরার মতো সমস্যাও হয়। তা ছাড়া মরসুম বদলের কারণে সর্দি-কাশি-জ্বর হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই এই সমস্ত সমস্যার ওষুধ ছোট ব্যাগে ভরে অবশ্যই নিজের কাছে রাখুন। ৪। জুতো: বর্ষায় ঘুরতে যাওয়ার আগে কেনার সময়ে দেখে নিন জুতোটি যেন হয় জলরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন। ভেজা জুতো দীর্ঘ ক্ষণ পায়ে পরলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, তার উপর জ্বর সর্দিরও আশঙ্কাও বাড়ে। সম্ভব হলে একটি অতিরিক্ত জুতো জোড়া অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। ৫। প্লাস্টিক জিপলক: ব্যাগে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের জিপলক পাউচ ভরে রাখুন। যখন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে ফোন, চার্জার, ওষুধ, টাকা পয়সার ব্যাগ সেই পাউচে ভরে রাখলে বৃষ্টির জলের হাত থেকে সেগুলি সুরক্ষিত থাকবে। ৬। মশা মারার ধূপ ও ক্রিম: বর্ষায় চারদিকে পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ে। তাই যেখানেই যাচ্ছেন সঙ্গে মশা মারার ধূপ, মশা থেকে দূরে থাকার জন্য গায়ে মাখার ক্রিম সঙ্গে রাখুন। ৭। জামা-কাপড়: পর্যাপ্ত জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। প্রয়োজনে অধিক সময় নিয়ে ব্যাগ গোছান। মনে রাখবেন, ভেজা কাপড় থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে। সেই সঙ্গে গন্ধ বের হয়। তাই বেশি করে শুকনো জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। যাতে বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে গেলেও তা যেন দ্রুত পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

বর্ষায় চুল ঝরে পড়া বন্ধ করতে পারে হেঁশেলের সর্ষের তেল

গরম তাপ বা রাসায়নিক দিয়ে চুলে কোনও দিন কায়দা করেননি। কিন্তু রাসায়নিক দেওয়া শ্যাম্পু তো ব্যবহার করতেই হয়। দীর্ঘ দিন ধরে সেই সব প্রসাধনী ব্যবহার করেই হয়তো চুলের কালচে রং বদলে কেমন যেন লালচে হয়ে গিয়েছে। চুলে হাত দিলে মসৃণতার অভাবও টের পাচ্ছেন। বাজার থেকে কেনা অনেক তেলই ব্যবহার করে দেখেছেন।

কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সমস্যায় কাজে আসতে পারে সর্ষের তেল। তবে, তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে পানপাতা, কালোজিরে এবং মেথি।

চুলের গোড়া মজবুত করতে বিশেষ এই তেল তৈরি করবেন কী ভাবে?

১) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করতে দিন। কিন্তু আঁচ একেবারে কম করে রাখতে হবে। লোহার কড়াই জোগাড় করতে পারলে আরও ভাল।

২) এ বার তেলের মধ্যে পানপাতা, ১ চামচ কালো জিরে এবং ১ চামচ মেথি দিয়ে দিন। ৩) সমস্ত উপকরণ ফুটতে দিন কিছু ক্ষণ। সমানে নাড়তে থাকুন। ৪) ধীরে ধীরে সর্ষের তেলের রং বদলে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ৫) ওই অবস্থায় রেখে দিন কিছু ক্ষণ। ঠান্ডা হলে ছেঁকে কাচের শিশিতে ভরে রেখে দিন।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই তেল? এই তেল মাখার আগে সামান্য গরম করে নিতে পারেন। তুলো দিয়ে পুরো মাথার ত্বকে মেখে নিন এই তেল। ১০ মিনিট হালকা হাতে মালিশ করুন। তবে চুলে কোনও রকম রাসায়নিক দেওয়া ট্রিটমেন্ট করা থাকলে কিন্তু চুলের গোড়ায় বেশি ঘষাঘষি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে হাত দিয়ে চুলের মধ্যে সিঁথি কেটে তুলো দিয়ে শুধু তেল মাখিয়ে রাখুন। তেলের পুষ্টিগুণ যাতে চুলের গোড়ায় পৌঁছয়, তার জন্য অনেকেই চুলে গরম জলে ভেজানো তোয়ালে জড়িয়ে রাখেন। তবে মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে এই পদ্ধতিটি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। অনেকেই রাতে মাথায় তেল মেখে পরের দিন শ্যাম্পু করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, যাঁদের অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ছে, তাঁদের তেল মেখে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্যাম্পু করার আধ-এক ঘণ্টা আগে তেল মেখে শ্যাম্পু করে নিলেই হবে।

বুধবার আগরতলা ইসকনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অমরনাথ যাত্রা : নিরাপত্তা পর্যালোচনায় পাঞ্জাব পুলিশ, কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত

চণ্ডীগড়, ২৫ জুন : অমরনাথ যাত্রার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিচালনার লক্ষ্যে পাঞ্জাব পুলিশ এক বিস্তৃত, বহুস্তরীয় ও আন্তঃসংস্থাগত নিরাপত্তা ও সমন্বয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এতে উন্নত পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি, কৌশলগত বাহিনী মোতায়েন এবং পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার সমন্বয় ব্যবস্থার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইন ও শৃঙ্খলা) অর্জিত শুক্লা বুধবার পাঠানকোটে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে এই তথ্য জানান। বৈঠকে মূলত পুলিশ মোতায়েন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, পাঠানকোটের কৌশলগত অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে যেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে ২৬.৩৮ কিমি আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে এবং যেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা স্থাপনা অবস্থিত সেখানে বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখা জরুরি। এই বছর অমরনাথ যাত্রা ৩ জুলাই শুরু হয়ে চলবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিবছরের মতো এবারও লক্ষাধিক পুণ্যার্থী জম্মু-কাশ্মীরের অমরনাথ গুহামন্দিরে যাওয়ার পথে পাঞ্জাব, বিশেষ করে পাঠানকোট জেলা হয়ে যাত্রা করবেন। স্পেশাল ডিজিপি জানিয়েছেন, পাঠানকোটে সেনাবাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ও সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, জম্মু-কাশ্মীরের দিকে যাতায়াতকারী প্রতিটি সড়কে কমান্ড্যান্ট স্তরের একজন অফিসারকে দায়িত্বে রাখা হয়েছে। যাত্রাপথকে একাধিক নির্ধারিত নিরাপত্তা অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পৃথক দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। মাধোপুরে একটি ২৪শ্র৭ কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে একজন গ্যাজেটেড অফিসারের তত্ত্বাবধানে গাড়ি ও যাত্রীদের চলাচল নজরদারিতে রাখা হচ্ছে উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্পেশাল ডিজিপি জানান, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, লঙ্গর স্থল, ধর্মীয় স্থানসহ সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে প্রতিদিন নিরাপত্তা ও অ্যান্টি-স্যাবোটাজ চেকিং চালানো হচ্ছে, যাতে যাত্রাপথে কোনো সম্ভাব্য হুমকি আগেই চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা যায়।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কয়েক দশক পিছিয়ে গেছে', মার্কিন হামলায় ''সম্পূর্ণ ধ্বংস'' বিরোধী প্রতিবেদনকে ''ফেক নিউজ'' বলে উড়িয়ে দিলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৫ জুন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেন, সাম্প্রতিক মার্কিন বিমান হামলায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি "কয়েক দশক পিছিয়ে গেছে" এবং দেশটির গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু স্থাপনাগুলো "সম্পূর্ণ ধ্বংস" হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ইরান "অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছে" এবং এখন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার মতো কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার অবস্থায় নেই। হামলার একদিন পর, ট্রাম্প আরও বলেন, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে তাঁর মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি "খুব ভালোভাবে চলছে"। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি এই মার্কিন হামলার তুলনা টানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা পারমাণবিক বোমার সাথে। যদিও তিনি সরাসরি সেই উদাহরণ দিতে চাননি, তবু তাঁর বক্তব্য, "সেটাও যুদ্ধ শেষ করেছিল, এ ঘটনাও অনেকটা একইরকম।"

এদিকে, ট্রাম্প বিরোধী প্রতিবেদনকে "ফেক নিউজ" বলে উড়িয়ে দেন, যারা একটি প্রতিবেদনে দাবি করেছে, মার্কিন হামলা ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওই প্রতিবেদন, যা পেন্টাগনের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একটি গোপন মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি, জানায় যে ইরানের ইউরেনিয়াম মজুত এবং সেন্টিফিউজগুলোর একটি অংশ অক্ষত রয়েছে এবং কিছু স্থাপনা কেবল সিল করে রাখা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়নি।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এই প্রতিবেদনকে "পুরোপুরি ভুল" বলে উড়িয়ে দেন এবং বলেন, এটি "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অপমান করার স্পষ্ট প্রচেষ্টা।" তাঁর মতে, ৩০,০০০ পাউন্ড ওজনের ১৪টি বোমা নির্ভুলভাবে পড়লে "সম্পূর্ণ ধ্বংস" ঘটে, এবং এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

ট্রাম্প দাবি করেন, গাজা উপত্যকায়ও "বড় অগ্রগতি" হয়েছে এবং এই হামলা পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, "আমরা সত্যকে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়েছি।" তাঁর মতে, ইরানের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ শুধুই একটি সামরিক অভিযান নয়, বরং একটি বার্তা গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার পক্ষে এবং কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের বছরে এই অভিযানের সফলতা তুলে ধরে ট্রাম্প তাঁর নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক দক্ষতা জোরদার করতে চাইছেন। তবে ইরানের প্রকৃত পারমাণবিক সক্ষমতা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক অব্যাহত।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল পিএলআই প্রকল্প পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন

নতুন দিল্লি, ২৫ জুন : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল সম্প্রতি উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকে বলেন, ভারতের উচিত তার সেই খাতে মনোযোগ দেওয়া যেখানে দেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রয়েছে এবং বিভিন্ন অংশীদারের সমস্যাগুলি সমাধান করে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব। তিনি আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য পিএলআই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলিকে গুণগত দক্ষ কর্মী তৈরি এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া তিনি আগামী পাঁচ বছরের জন্য বিনিয়োগ ও প্রণোদনার রোডম্যাপ তৈরির নির্দেশ দেন।

পিএলআই প্রকল্প বর্তমানে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর আওতায় ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এর মাধ্যমে ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকার উৎপাদন ও বিক্রয় হয়েছে এবং প্রায় ১২ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে ১২টি খাতে মোট ২১,৫৩৪ কোটি টাকার প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বিক্রয় হয়েছে ২.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া আরএন্ডডিতে বিনিয়োগ হয়েছে ১৫,১০২ কোটি টাকা এবং দেশীয় মূল্য সংযোজন ৮৩.৭০ু পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। বাল্ক ড্রাগস ক্ষেত্রে ভারত ২০২১-২২ সালে যেখানে নিট আমদানিকারক ছিল, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে নিট রপ্তানিকারক হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে ৯,০৩২ কোটি বিনিয়োগ থেকে ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকার উৎপাদন হয়েছে এবং প্রায় ৩.৪ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষকদের উপকৃত করতে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে এবং এমএসএমই খাতও শক্তিশালী হয়েছে। মিলেট ভিত্তিক পণ্যের বিক্রয় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিলেট সংগ্রহ বেড়ে ১৬,১৩০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বস্ত্র শিল্পে মানবনির্মিত ফাইবার বস্ত্রের রপ্তানি অর্থবছর ২০২৪-২৫ সালে মার্কিন ডলার ৬ বিলিয়নে পৌঁছেছে এবং প্রযুক্তিগত বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে মার্কিন ডলার ৩,৩৫৬.৫ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী শ্রী গোয়েল দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুণগত মানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের এখন গুণগত দক্ষতা গঠনে মনোযোগ দিতে হবে, শুধু সংখ্যা নয়।" তিনি আরও বলেন, পিএলআই প্রকল্পের কারণে দেশীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং এটি ভারতের আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিদ্যুৎহীন এলাকার

● প্রথম পাতার পর

পড়াশোনা করতে ব্যাঘাত করছে। অবশেষে বুধবার সকাল আটটা নাগাদ অফিসের একটি গাড়ি এলাকায় আসে বিদ্যুৎ সাড়ায় করার জন্য। এমন সময় এলাকার জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে সেই বিদ্যুৎ অফিসের গাড়িটিকে আটক করে আন্দোলনে নামে। তাদের বক্তব্য ফোন করলে অফিসের ফোন কেন রিসিভ করছে না। আর কেন বারবার বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার জনগণ। দীর্ঘ তিন ঘন্টা বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি আটক করে রাখার পর ছুটে আসে মধুপুর থানার পুলিশ। কিন্তু এলাকার জনগণ কোনরকমে মানতে নারাজ।

তাদের বক্তব্য, এখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আসতে হবে এবং এক্ষুনি বিদ্যুৎ লাইন সারাই করে বিদ্যুৎ দিয়ে যেতে হবে।যা নিয়ে একপ্রকার তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয় দক্ষিণ মধুপুর ৩০ কার্ড এলাকায়। যদিও এলাকার জনগণ জানান পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ থেকে এলাকার জনগণ বঞ্চিত হলে বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি নয়, মধুপুর বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হবে। যদিও মধুপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের খামখেয়ালিপনা নতুন কোন বিষয় নয়। গোটা মধুপুর এলাকা এমনকি মধুপুর বাজার প্রতিনিয়ত তাদের খামখেয়ালিপনায় হাট বাজার দিনেও অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে।

সুদীপের বক্তব্য

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

ড: বিক্রান্ত ভুরিয়া অভিযোগ তুলে বলেন, ২০২৩ সালে ৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার করবি গ্রামে এক আদিবাসী ব্যক্তির গায়ে প্রস্রাব করেছিল বিজেপি নেতা কবে শুক্ল। এই ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান আদিবাসী মহিলাকে তার স্বামী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় মোটা অংকের টাকা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই সকল ঘটনা বিজেপির অপকর্মের জলজ্যান্ত উদাহরণ বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিধায়কের সরকারি বাসভবনে হামলার ঘটনাতেও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সরব বিজেপি জনজাতি মোর্চা

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের উপর আমার কোনো রাগ নেই। কিন্তু এটা সত্যি যে এসসি, এসটি ও ওবিসিদের নিয়ে বিজেপির মনে অফুরন্ত ঘৃনা জমে রয়েছে। জনজাতিদের নিয়ে গোটা বিজেপির বিকৃত মস্তিক কাজ করে। যদি ঘৃণাই না করত বিজেপির দেবতুল্য কার্যকর্তা মধ্যপ্রদেশে জনসম্মুখে এক জনজাতি গায়ের উপর প্রস্রাব করে দিতে পারেন, বলে প্রশ্ন তুলেন তিনি। গতকাল আমি এবিষয়টি নিয়েই সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছি।

বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন সুদীপ ঃ রাজীব

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের। এর বহিঃপ্রকাশ আমবাসা টাউন হলে তাঁর মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। তাই সুদীপ রায় বর্মণকে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সিপিআইএমকে পেছন থেকে সাহায্য মধ্য দিয়ে রাজনীতি করে গিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ।

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

আসে জরুরীকালের অন্ধকার কালো ছায়া, ক্ষমতালোভী কংগ্রেসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে রক্তাক্ত হয় ভারতের সংবিধানের আত্মা। তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ভারতবর্ষের সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, সংবাদমাধ্যম কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন। তাঁর কথায়, দেশ চালাতে হলে স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বায়িত্ব ভার গ্রহণ করার পর দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ অগনতান্ত্রিকভাবে সংবিধানে সংযুক্ত হয় ৩৮,৩৯,৪০,৪১ ও ৪২ তম সংশোধনী,লাগু হয় মিসা আইন,খর্ব করা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো। এই কলঙ্কজনক অধ্যায়কে স্মরণ করে আজ সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি আয়োজিত ছায়া সংসদ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্যে ফের টাকার

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী মৃত্তিকা দেবনাথ এবং শিশুটিকে নেওয়া গৌরাঙ্গ শীল ও তার স্ত্রী উষা রানী শীলের বক্তব্য শিশুটিকে বিক্রি করেননি এবং কোন অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেও নেননি। উভয়ের বাড়ি বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর এলাকায়। পার্শবর্তী বাসিন্দা এরা উভয় পরিবার। অপর দম্পতি সন্তানহীন হওয়ায় তাদের হাতে ও শিশুকে দত্তক হিসেবে তুলে দেওয়া হয়েছে।

একই রকম ভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ডিসিএম সুকান্ত দে জানান তিনি এবং পুলিশ খবর পেয়ে উভয়ের বাড়িতে গেছেন এবং গৌরাঙ্গ শীলের বাড়িতে ২৩ দিনের শিশু কন্যাটিকে পেয়েছেন। তিনি তদন্ত করে জানিয়েছেন যে উভয় পরিবারের বক্তব্য শুনেছেন এবং এক্ষেত্রে শিশু বিক্রির কোন অভিযোগ নেই শিশুটিকে দত্তক দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন শম্ভু মালাকারের এই শিশুটি সহ চারটি শিশু কন্যা তাই তিনি একটি শিশু কন্যাকে সন্তানহীন গৌরাঙ্গ শীল ও তার স্ত্রী ঊষা রানী শীলের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ডিসিএম সুকান্ত দে বলেন তারপরও যেহেতু শিশুটিকে দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত তাই উভয় পরিবারকে শিশু সহ তুলে এনে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এই বিষয়ে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান রূপক মজুমদার জানান শিশুটিকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং আসল মা বাবা তাকে লালন পালন করবে। যদি গৌরাঙ্গ শীল তার পরিবারে সন্তানের প্রয়োজন হয় তাহলে আইন অনুযায়ী চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে। শিশু বিক্রি অথবা দেওয়া-নেওয়া যাইহোক এই ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার বেহাল দশা

● প্রথম পাতার পর

মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভার ব্রহ্মছড়া কলইপাড়া রাস্তা পায়নি। ছাত্রছাত্রী, অসুস্থ রোগী, কিংবা জরুরি কাজে বেরোনো সাধারণ মানুষসবাই একই সমস্যার সম্মুখীন হন প্রতিদিন। বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছানো, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সবই যেন এক দুরূহ যুদ্ধ।এলাকার মানুষ বহুবার স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন জানিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবুও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একদিকে 'উন্নয়নের' দাবি, অন্যদিকে এই ধরনের অব্যবস্থাদুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ করছেন এলাকাবাসী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই কলইপাড়া এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচিত ই.এম. কমল কলই-এর নির্বাচনী এলাকা। এলাকার জনজাতি অংশের মানুষদের ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণে, বিশেষত রাস্তাঘাটের সমস্যার সমাধানে, নেই কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ। এই অবহেলা এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থার প্রতিবাদে কলইপাড়ার সাধারণ মানুষ এবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেনযদি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হয়, তাহলে তারা আগামী নির্বাচনে ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন।

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের তরফে বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না। কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া উন্নয়নের দাবি শুধুই স্লোগান হয়ে থেকে যায়এই সত্যটাই বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে তেলিয়ামুড়ার কলইপাড়া।

চল্লিশ বছর পর মহাকাশ

● প্রথম পাতার পর

শুক্লা ছাড়াও রয়েছেনপ্রখ্যাত প্রাক্তন নাসা নভোচারী পেগি হুইটসন (মিশনের কমান্ডার), পোল্যান্ডের স্লাওশ উজনানস্কি-উইসনিয়েভস্কি, হাঙ্গেরির টিবর কাপু।

তাঁদের গন্তব্য আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন, যেখানে তাঁরা বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

শুভাংশু শুক্লা, জন্ম ১০ অক্টোবর ১৯৮৫, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে। তিনি ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার উইংয়ে কমিশন পান এবং আজ অবধি সু-৩০, এমকেআই, মিগ২১, মিগ২৯, জাগুয়ার, হক, ডর্নিয়ার এবং আন-৩২ সহ বিভিন্ন বিমানে ২,০০০ ঘণ্টার বেশি উড়ান সম্পন্ন করেছেন। একজন দক্ষ যুদ্ধবিমান চালক হিসেবে পরিচিত শুভাংশু, ইসরো-র গগনযান মিশনের জন্য নির্বাচিত চার নভোচারীর অন্যতম। তাঁর নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া তাকে মহাকাশ অভিযানের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে।

অ্যাক্সিওম স্পেস-এর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে উৎক্ষেপণের আগে শুভাংশু বলেন, "এই যাত্রা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমি জানি, এটা আমার ব্যক্তিগত সাফল্যের বাইরে আরও অনেক বড় কিছু। আমি চাই এই মিশন ভারতের তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করুক, যেমন ১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মার কাহিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। যদি আমার এই যাত্রা একজন কিশোর-কিশোরীর জীবনেও পরিবর্তন আনতে পারে, তাহলেই আমি নিজেকে সার্থক মনে করব।" তিনি আরও বলেন, "আমার এই সুযোগ আসার খবর আমি মাত্র এক সপ্তাহ আগে পেয়েছি। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। এটি একটি স্বপ্নপূরণের মতো অনুভব। আপনি জানেন না, কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন এমন কিছুর জন্য, কারণ এ ধরনের সুযোগ জীবনে একবারই আসে।"

রাকেশ শর্মার পর শুভাংশু শুক্লার মহাকাশযাত্রা ভারতের জন্য শুধু একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, এটি দেশের বৈজ্ঞানিক, প্রতিরক্ষা ও বেসরকারি মহাকাশ উদ্যোগের একত্রে সাফল্যের প্রতীক। এই যাত্রা ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় নভোচারীরা শুধু ইসরো নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে প্রস্তুত।

শুভাংশু শুক্লা ইসরো-র বহু প্রতীক্ষিত গগনযান অভিযানের জন্য বেছে নেওয়া চার নভোচারীর একজন। গগনযান মিশনের লক্ষ্যস্বদেশে নির্মিত প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব ক্যাপসুলে মানুষকে মহাকাশে পাঠানো। এই এক্স-৪ মিশন তারই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যেখানে শুক্লার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের ভারতীয় মহাকাশযাত্রায় অভূতপূর্ব অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কমিউনিস্টরা হলেন পার্মানেন্ট

● প্রথম পাতার পর

খর্ব করেছে। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। দলের নির্দেশ ছাড়া কিছুই করা যেত না। মাওবাদীও তাঁদেরই সৃষ্টি। তাই সম্প্রতি ছত্রিশগড়ে মাওবাদীদের হত্যা নিয়ে পলিটব্যুরো প্রেস রিলিজ করে মায়া কান্না করে। কমিউনিস্টরা কখনো মানুষের কল্যানে কাজ করে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বও তারা স্বীকার করে না। আবার যখন বেকায়দায় পরে, সেই কমিউনিস্টরাই আবার সংবিধানের দোহাই দেয়। তিনি আরও বলেন, যারা সংবিধান নিয়ে বেশী ঘুরে বেড়ায় তারাই সংবিধান হত্যা করেছে। যে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে সংবিধানের হত্যা করা হলো, উনারই নাতি রাহুল গান্ধী সংবিধান হাতে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এর কিছুই জানেনা। কত পৃষ্ঠা আছে, তা পর্যন্তও জানেনা। প্রকৃত ইতিহাস থেকে মানুষকে দূরে রাখাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ইংরেজদের ব্যবস্থাকেই কায়েম করে রেখেছিলো। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট শাসনে, সিলেবাস থেকে ভারতের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ ছিল। ছিল তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের পরোক্ষ কাহিনী। এমনকি ত্রিপুরার কল্যানে রাজাদের অবদানের পর্যন্ত স্থান ছিল না। ইতিহাস ভুলিয়ে দিলেই, অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, এই প্রচেষ্টাই ছিল তাঁদের। এদিন শুরুতে জরুরি অবস্থার তথ্য সম্বলিত প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাংবাদিক, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বন্দি করা হয়। যেন কংগ্রেস সরকার সেই সময় গণতন্ত্রকেই বন্দি করে রেখেছিল!" তিনি আরও বলেন, "কোনো ভারতীয়ই ভুলবে না সেই সময় সংসদের কণ্ঠস্বর কীভাবে দমন করা হয়েছিল, বিচারব্যবস্থার ওপর কীভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই সময় প্রণীত ৪২তম সংবিধান সংশোধনী ছিল তাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক। গরিব, প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের প্রতি নির্মম আচরণ করা হয়েছিল, তাঁদের সম্মানকেও পদদলিত করা হয়েছিল।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সম্মান জানান, যারা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। "আমরা শ্রদ্ধা জানাই সেই সকল দেশবাসীকে রাজনীতি, সমাজসেবা, ছাত্র আন্দোলন কিংবা সাধারণ জীবন থেকে উঠে আসা যাঁরা গণতন্ত্র রক্ষায় রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রামের ফলেই কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে এবং নতুন নির্বাচনের ডাক দিতে যেখানে তারা জনগণের রায়ে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়," বলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানান, সেই সময় তিনি ছিলেন একজন তরুণ আরএসএস প্রচারক। জরুরি অবস্থার সময় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ বোঝাতে সাহায্য করে। "জরুরি অবস্থার সময় আমি একজন তরুণ স্বয়ংসেবক হিসেবে আন্দোলনে অংশ নিই। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা আমাকে শেখায় গণতান্ত্রিক কাঠামো কতটা ভঙ্গুর হতে পারে এবং তা রক্ষা করা কতটা জরুরি। আমি বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই এবং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি।" এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একটি গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেন 'টি ইমার্জেন্সি ডিয়ারিজ', যেখানে তাঁর সেই সময়কার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটির ভূমিকাটি লিখেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও জরুরি অবস্থার প্রতিবাদী নেতা শ্রী এইচ.ডি. দেবগৌড়া। প্রধানমন্ত্রী মোদী অনুরোধ জানান, দেশের তরুণ প্রজন্মকে অতীতের এই অধ্যায় সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সেইসব মানুষ ও পরিবারগুলি যারা জরুরি অবস্থার সময় নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা যেন নিজেদের অভিজ্ঞতা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। "আমি সকলকে আহ্বান জানাই, যারা সেই অন্ধকার দিনের সাক্ষী ছিলেন অথবা যাঁদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাঁরা যেন তাদের স্মৃতি প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্ম জানতে পারবে কীভাবে একদা দেশের গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছিল," বলেন তিনি। সামবিধান হত্যা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর সরকার ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতিকে অটুট রেখে কাজ করে যাবে এবং 'বিকসিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণে অবিচল থাকবে। "আমরা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করব, সংবিধানের আদর্শের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করব," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ঘোষিত জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার "সংবিধান হত্যা দিবস" হিসেবে দিনটি পালন করছে। দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সংস্কৃতি মন্ত্রকের আয়োজনে 'স্বাধীনতার ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়' নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি স্মরণ করা হয়েছে। দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে আজ আয়োজিত হয় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। অমিত শাহ এই উপলক্ষে বলেন, "জরুরি অবস্থা কোনো জাতীয় সংকটের কারণে নয়, বরং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য চাপানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম স্তব্ধ ছিল, বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিলগণতন্ত্রকে কার্যত হত্যা করা হয়েছিল।" তিনি আরও বলেন, "এমন একটি অধ্যায় ভুলে গেলে ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্তে আজকের এই আয়োজন দেশকে সতর্ক করতে সাহায্য করবে।" সারা দেশে রাজ্য থেকে রাজ্যে বিভিন্ন আয়োজনে দিনটি পালিত হয়েছে। সিকিমে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং গ্যাংটকের এমজি মার্গ থেকে একটি পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, "গণতন্ত্র কেবলমাত্র নির্বাচন নয়, এটি হল প্রতিদিনের দায়িত্ব ও নাগরিক সচেতনতা। সংবিধান আমাদের অধিকার দেয়, আমাদের সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।" তিনি এই দিনটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, মন্ত্রীরা ও বিধায়করা অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। অরুণাচল প্রদেশেও দিনটি পালিত হয়েছে রাজকীয়ভাবে। ইটানগরের ইন্দিরা গান্ধী পার্ক থেকে শুরু হয় "টখনদ্ধদ্ভ্র টুখননা", যার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী দাসাংলু পুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) কে.টি. পারনাইক, ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী চাউন মাইন, বিধায়ক ও কর্মকর্তারা। সেখানে এক তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়, যা জরুরি অবস্থার ভয়াবহতা ও তার অভিঘাতকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব ইন্দোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, "জরুরি অবস্থা হল ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। যারা এটি চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদের জন্যই আজও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত।" রাজ্যে এক বছরের কর্মসূচি শুরু হয়েছে আজ থেকে, যার মধ্যে থাকবে বিতর্ক, র‍্যালি, সেমিনার ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "যারা একসময় সংবিধানকে শ্বাসরোধ করেছিল, আজ তারাই সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরছেএটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। ২৫ জুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই অন্ধকার সময়কে, যখন দেশজুড়ে নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল।" তিনি সেইসব মানুষদের শ্রদ্ধা জানান যাঁরা প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেছিলেন।

এদিকে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে এই দিবসকে পালিত হয়েছে ভিন্ন নামে'সংবিধান রক্ষা দিবস'। দলের নেতা রবিদাস মেহরোত্রা বলেন, "জরুরি অবস্থার সময় আমরা জেলে ছিলাম, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। আজ আমরা শপথ নিচ্ছি সংবিধান রক্ষার। কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানানোই আমাদের বার্তা।"সারা দেশে এই দিবস পালনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেগণতন্ত্রকে রক্ষা করা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি নাগরিকেরও দায়িত্ব। এই দিনটি ইতিহাসের স্মরণ, সতর্কতা এবং দায়বদ্ধতার দিন। সংবিধানকে সম্মান জানানো মানে শুধুমাত্র তার বিধান মানা নয়, তার চেতনা এবং নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করা। অতএব, "সংবিধান হত্যা দিবস" পালন একদিকে যেমন অতীতের অন্যায়ের স্মরণ, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নবায়ন।

কম্পিউটার লার্নিং ইনস্টিটিউটের পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন:পানিসাগর মহকুমার জলাবাসা ডিএলএড কলেজের কনফারেন্স হলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল কম্পিউটার লার্নিং ইনস্টিটিউটের পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জলাবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় দাস।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার সহ-সভাপতি ভবতোষ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক কিষানু পাল এবং কম্পিউটার লার্নিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক শ্রী রাজেশ পাল।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ফকরুল ইসলাম ও বদরুল ইসলাম সহ প্রতিষ্ঠানটির সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমকে সম্মান জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল সুশৃঙ্খল, প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণামূলক।

ধর্মনগরে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন:নেশামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে 'নেশামুক্ত উত্তর ত্রিপুরা' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ ধর্মনগরে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে আয়োজিত হলো পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি অপর্ণা নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রান, পুলিশ সুপার অভিনাস রাই এবং ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রানী দাস সেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী। তিনি সকল প্রতিযোগী ও দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "শারীরিক ক্রীড়া যেমন সুস্থতা বজায় রাখে, তেমনি সমাজে নেশামুক্ত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী মাধ্যমও।" দেড় শতাধিক প্রতিযোগী, যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীসহ শীর্ষ ১৫ জন প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।উল্লেখ্য, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও জানান আয়োজকেরা, যাতে নেশা থেকে দূরে থেকে যুবসমাজ ক্রীড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে।

৫ জুলাই পর্যন্ত

● আটের পাতার পর

দেশে ইসকন কর্তৃক জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব উদযাপন করা হয়। তারই অংশ হিসেবে আগরতলায় আয়োজিত এই উৎসব সকল শ্রেণির মানুষের জন্য আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতার এক মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা বহন করে। আমাদের প্রার্থনা, শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা মায়ের কৃপায় ত্রিপুরাবাসী ও সমগ্র মানব সমাজ সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করুক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ধর্মনগরে বিজেপির উদ্যোগে বিশেষ সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন:ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন এক কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত। ওই দিন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সারাদেশে জারি করেছিল জরুরি অবস্থা, যা কার্য্যত দেশের সংবিধান, মৌলিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার ওপর ভয়াবহ আঘাত হেনেছিল। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, বিরোধী রাজনীতিকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সাধারণ মানুষের বাক্স্বাধীনতার দমনএই ছিল সেই সময়ের বাস্তব চিত্র।

এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের ৫০তম বর্ষপূর্তিকে স্মরণ করে আজ ধর্মনগরের বিবেকানন্দ শার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটি। "গণতন্ত্র রক্ষা ও নাগরিক সচেতনতা"এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীরা।

সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বিশ্ববন্ধু সেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সুধাংশু দাস, উত্তর জেলা বিজেপির সভাপতি কাজল দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা নাথ ও বাগবাসা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদবলাল নাথ। বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ভাষ্যকার মৃণাল কান্তি নাথ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার নিন্দা জানান এবং বলেন, "যাতে আর কখনো এমন দিন ভারতীয় গণতন্ত্রে ফিরে না আসে, সেজন্য আমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ববান হতে হবে।" তাঁরা আরও বলেন, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই সেমিনার শুধুমাত্র ইতিহাসচর্চার পরিসর তৈরি করেনি, বরং এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রেখেছে।

খোয়াইয়ে বিজেপির উদ্যোগে কালো দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ জুন:আজকের এমনই দিনে ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে গোটা দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিল। বিজেপি দলের উদ্যোগে প্রতিবছর আজকের দিনটাতে কালো দিন হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে বিজেপি দলের খোয়ায় জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচি থেকে মূলত সম্মিলিতভাবে আজকের দিনটাকে ১৯৭৫ সালের আগিকে কালো দিন বা কালো অধ্যায় হিসেবে সূচিত করে আগামী দিন যাতে করে এই দিন কোন ভাবে ভারতবর্ষে ফিরে না আসে তার জন্য সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য বিজেপি দলের কয়েক জেলা কমিটির তরফ থেকে আহ্বান করা হয়।

আজকের এই কর্মসূচিতে মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনা করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহারায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আজকের দিনটি আলোচনা কর। শ্রীমতি সাহারায় দাবী করেন গোটা ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রমুখ হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা চালু করেছিলেন। পাশাপাশি শ্রীমতি সাহারায় দাবি করেন কংগ্রেস জরুরি অবস্থা চালু করার মধ্য দিয়ে গোটা দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে, সংবিধানকে পদদলিত করেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতকে গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে পরিণত করেছে বলে আজকের এই আলোচনা সভায় দাবি করেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা। পাশাপাশি যেই কংগ্রেস দল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে গোটা দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার প্রয়াস করেছিল সেই কংগ্রেসের মুখে গণতন্ত্র সংবিধান ইত্যাদি কথা মানায় না বলে কল্যাণী সাহা রায় সরাসরি দাবি করেন।

আজকের এই আয়োজনে বিজেপি দলের জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রমুখ আলোচনা করেন।

মঞ্চে অন্যান্যদের মাঝে বিজেপি দলের খোয়ায় জেলা নেতৃত্ব সমীর দাস জয়ন্ত কুমার সাহা, সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্টের উদ্যোগে বসুন্ধরা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ জুন:বর্তমান সময়ে কোন না কোন ভাবে মাটি সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হতে হবে, যেই মাটিতে আমরা বেড়ে উঠি, যেই মাটি আমাদের সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই মাটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি এই মাটির উপর বিভিন্ন উপায়ে যেই আক্রমণ গুলো সংঘটিত হচ্ছে সেই আক্রমণ গুলোকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিহত করে মানব জীবনের সামনে একটা বান্ধব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে।

এই আহব্বানে কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত রজনী সরদার পাড়া এডিসি ভিলেজ কার্য্যালয়ে প্রফেসর ডঃ দিলীপ কুমার রায় চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালায় প্রফেসর ডঃ দিলীপ কুমার রায় চেরিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক ডঃ সুজিত ঘোষ, কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দেবরাজ বর্মন, সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কাউন্সিলের ইনচার্জ পদ্ম কুমার দেববর্মা, সচিব উত্তও দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

এই কর্মশালাতে গোটা ভিলেজ এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসাহী নারী পুরুষের সদর্থক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিভিন্ন স্তরের বক্তারা নিজেদের আলোচনার মধ্য দিয়ে মাটি সম্পর্কে এবং আক্ষরিক অর্থে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থেকে আগামী দিনে সমাজ বান্ধব পরিমণ্ডল গড়ে তোলার আহ্বান বারবার জানান।

কমলাসাগরেও কালো দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৫ জুন: আজকের দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি। কালো দিবস হিসাবে কমলাসাগর মন্ডলে গোকুলনগর রাস্তার মাথায় বিজেপির সকল কার্যকর্তাগণ হাতে প্লেকার্ড নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে।

১৯৭৫ সালে ২৫শে জুন ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষে এই দিনে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এর ফলে ভারতবর্ষে প্রচুর স্বয়ংসেবক এবং সাধারণ নাগরিককে জেলবন্দি করা হয়। এর ভিত্তিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এই দিনটিকে কালো দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষের ন্যায় কমলাসাগর মন্ডলে গোকুলনগর রাস্তার মাথায় বিজেপির সকল কার্যকর্তাগণ হাতে প্লেকার্ড নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। গোকুলনগর রাস্তার মাথায় বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব। উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর মন্ডল সভাপতি কাজল সরকার সভাপতি দীপ্তনু দাস সহ সকল কার্যকর্তাগণ।

ঊনকোটি জেলায় ২১টি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান চলবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৫ জুন:জনকল্যাণে সরকারের যে সকল প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরগুলোকে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা যেন বাস্তবরূপ নেয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাশাপাশি নির্মাণ কাজের গুনমানের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কুমারঘাটের পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গতকাল সন্ধ্যায় পি এম জনমন ও ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের উপর ঊনকোটি জেলাভিত্তিক পর্য্যালোচনা সভায় একথা বলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উল্লেখ্য, রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পিএম জনমনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বীরসেনা বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী জনজাতি গৌরব বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ঊনকোটি জেলায় জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে সরকারি সুবিধা সুসংহত ভাবে পৌঁছে দিতে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান চলছে। গত ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান আগামী ৩০ জুন পর্য্যন্ত চলবে।

পর্য্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, উনকোটি জেলায় ২ ১টি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের কর্মসূচি চলছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য এই অভিযানের মাধ্যমে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনজাতি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। প্রকল্পের সুবিধা পেতে যে সকল সরকারি নথি বা কাগজপত্র প্রয়োজন তা যাতে মানুষ সহজেই পেতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছ এই অভিযানে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তেও আমাদের কাজ করতে হবে। তাকে নির্মূল করতে সচেতনতার উপর আমাদের সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। পাশাপাশি বালা বিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি ও স্কুল ড্রপ আউটের মতো ঘটনাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতেও আমাদের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

পর্য্যালোচনা সভার শুরুতে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জেলায় উল্লেখিত দু''টি কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গত ২৩ জুন পর্য্যন্ত ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের কর্মসূচিতে জেলায় ৭৯টি প্রশাসনিক শিবির করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় নতুন ১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া গেছে। আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই সবগুলো নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। পর্য্যালোচনা সভায় কৃষি, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি, বন, বিদ্যুৎ নিগম, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, ট্রেডা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারীকগণ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে আলোচনা করেন। পর্য্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর, এম ডি সি বিমল চাকমা, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, পেঁচারথল বিএসি''র চেয়ারম্যান সজল চাকমা, কুমারঘাট বিএসি''র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, কুমারঘাটের মহকুমা শাসক এন এস চাকমা প্রমুখ।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গাছ অন্যতম মূল উপাদান: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন:গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় অন্যতম মূল উপদান। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রোধ, বায়ু বিশুদ্ধ রাখা সব কিছুর মূলে আছে গাছ। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, ফল দেয় এবং প্রকৃতির পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করে।

আজ খুমুলুঙ এ আয়োজিত রাজ্য স্তরের গণবৃক্ষরোপন কর্মসূচি ''এক পেড় মা কে নাম'' দ্বিতীয় পর্য্যায় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। বনমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের কর্মসূচির মূল ভাবনা হলো একটি গাছ মা-এর নামে উৎসর্গ করা। অর্থাৎ মা এর নামে অন্তত একটি গাছ লাগানো। মা যেমন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের জন্য কাজ করে যান, তেমনি গাছও নীরবে আমাদের জন্য কাজ করে যায়। তাই প্রতিটি মানুষ যাতে একটি করে গাছ নিজের মায়ের নামে রোপন করেন ও লালন পালন করেন, তার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বন দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে সকল অংশের কর্মচারিগণ যাতে জনসংযোগে বেশি মনোনিবেশ করেন এবং জনসাধারণকে প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করেন তিনি তার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিসিএফ আর কে শ্যামল। বক্তব্য রাখেন এডিসি''র মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, বিধায়ক মানব দেববর্মা, এডিসির বন বিভাগের ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং এবং এমডিসি গণেশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরার ডিএফও যশপাল দেববর্মা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অতিথিগণ বৃক্ষরোপন করেন। এ উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে বন দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ বিতরণ করা হয়।

সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়াতেও বিজেপির উদ্যোগে কালো দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া ২৫ জুন:আজ ২৫ শে জুন ভারতের জরুরি অবস্থার ৫০ তম বছর, ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জুন তারিখে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। তাই সেই থেকে বিজেপি দল এই দিনটিকে ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করে কালো দিবস পালন করে আসছে।

সারা দেশ এবং সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে এই জরুরী অবস্থার কালো দিন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিজেপি প্রদেশ সহ-সভা নেত্রী পাপিয়া দত্ত, প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার, দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ১৯৫০ সাল থেকে সংবিধানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে জরুরি অবস্থার ২১ মাসের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বলেন এই জরুরি অবস্থার সময় শুধুমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভের উপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের ও কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাংবাদিক যারাই প্রতিবাদ করেছে এই ধরনের লক্ষাধিক মানুষকে সেই সময়ে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাই তিনি সেই ইতিহাসকে সকলকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন এদের প্রতি যাতে সকলে সতর্ক থাকেন। কোন কোন পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায় সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন এরা আবারও অনেক চক্রান্ত করছে তাই সকলে সাবধান। কংগ্রেস ও সিপিএম সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা তুলে ধরে সকলকে এদের থেকে দূরে থাকার আবেদন জানান। একই সাথে বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের তত্ত্ব ও তুলে ধরেন।

খোয়াইয়ের জাম্বুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ জুন:একটি গাছ মায়ের নামে এই পতিপাদ্য বিষয়ের উপর বনমহোৎসবকে সামনে রেখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় খোয়াইয়ের জাম্বুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে।আজ বেলা এগারোটা নাগাদ জাম্বুরা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে খোয়াই মহকুমা ফরেস্ট রেঞ্জের সহযোগিতা বৃক্ষরোপন কর্মসূচি হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে পাঁচ মিনিটে ২০০০চারা রোপণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসার বিমল নমঃশূদ্র, জাম্বুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুশান্ত দেবনাথ, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিজয় কুমার দেবনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্যরা।

বিলোনিয়া।। 'এক পেড় মা কে নাম' এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ বন দপ্তর সারা রাজ্যে একসাথে পাঁচ মিনিটে ছয় লক্ষ গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর রেঞ্জের ৬টি বিটে একই সাথে পাঁচ মিনিটে ১৫০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়।

রাজনগর রেঞ্জের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় রাজনগর জলা পাথর এলাকায়। সারা রাজ্যের সাথে রাজনগর রেঞ্জে ও বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বন দপ্তরের রাজনগর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুকান্ত সরকার জানান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরক্ষা প্রশাসন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত মিলে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন পি আর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস এবং দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনু সরকার সহ অন্যান্যরা। এই জলা পাথর এলাকায় আজ মোট সাড়ে পাঁচ হাজার চারা গাছ রোপন করা হয় বলে তিনি জানান। মায়ের নামে একটি গাছ লাগানো শুধু একটি নিছক অনুষ্ঠান নয়, বরং মায়ের অবদানকে স্বীকার করে মায়েদের সম্মানার্থে এই কর্মসূচি।

খোয়াই পুরপরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ জুন:আজ খোয়াই পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে পুরপরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি পীযূষ কান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী জুলাই মাসে খোয়াই পুরপরিষদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বর্ষামঙ্গল ও মনসামঙ্গল অনুষ্ঠান করা হবে। এছাড়া পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে মহিলাদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ জুন:বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের সুফল যেন প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আজ কৈলাসহর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাড়সে একথা বলেন। পর্য্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের মাধ্যমে জেলা ও ব্লক পর্যায়ে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কোন জনজাতি পরিবার বা ব্যক্তি যেন তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

পর্য্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, সাংসদ কৃতিদেবী দেববর্মণ, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও সহ আধিকারিকগণ। সভার শুরুতে জেলাশাসক পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ঊনকোটি জেলায় যেসব কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সংবিধান হত্যা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৫ জুন:সংবিধান হত্যা দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেববর্মণ স্মৃতি হলঘরে আজ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, অধিকার এবং জরুরি অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আদর্শ নাগরিক হয়ে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উপেন্দ্র জমাতিয়া।

অনুষ্ঠানে আজ বিশ্রামগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় থেকে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি হলঘর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের একটি র‍্যালি আয়োজিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের উপঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন ব্লকের বি.ডি.ও.গণ।

আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল ও দাবায় নাম জমা দিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট-এর অঙ্গ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৬ জুলাই, ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে ১৩ জুলাই। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট - ২০২৫ শুরু হয়েছে ২৪ মে থেকে। ক্রিকেট এবং ইনডোর গেমস-এর অন্যান্য ইভেন্টের প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। আজ, মঙ্গলবার স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পোর্টস ফেস্টের বিশেষ করে দাবা প্রতিযোগিতার জন্য ৪ জুলাই এবং ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ইচ্ছুক সাংবাদিক সদস্যদের আগামী ৬ জুলাই-এর মধ্যে প্রেসক্লাবে যোগাযোগ করে মিডিয়া হাউজের নাম এবং ফোন নম্বর সহ নিজের নাম জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এবারকার ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য সাংবাদিকদের মধ্যে প্রিমিয়ার লীগ ফরম্যাটে। বলা বাহুল্য ৮ জুলাই প্রেসক্লাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ওপেন প্লেয়ার সিলেকশনের মাধ্যমে দলের নাম ও দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হবে। এদিকে আগামী ৬ জুলাই বেলা বারোটায় দাবা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক অভিষেক দে, কমল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় সহ কার্য্যকরী সকল সদস্য প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অংশগ্রহণকারী দাবাড়ু সাংবাদিকদের বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে অর্থাৎ প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ রিপোর্ট করতে হবে। বুধবারের স্পোর্টস সাব কমিটির বৈঠকে প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তথা স্পোর্টস কমিটির কনভেনর অভিষেক দে, জয়েন্ট কনভেনর সুপ্রভাত দেবনাথ, সদস্য অভিষেক দেববর্মা, সন্তোষ গোপ, সুমন ঘোষ, প্রসেনজিৎ সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

শুভম ঘোষের সেঞ্চুরি ও ৫ উইকেট কমলপুরকে হারিয়ে তেলিয়ামুড়া জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অধিনায়ক শুভম ঘোষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে তেলিয়ামুড়া মহকুমা দলের দারুণ জয়। দুরন্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা দল। ৫৯ রানে হারিয়েছে কমলপুর সাব ডিভিশন টিমকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপের। গ্রুপ বি থেকে তেলিয়ামুড়া, সদরের মতোই জয় দিয়ে সূচনা করেছে। এই জয়ের সুবাদে তেলিয়ামুড়া সেমিফাইনালে খেলার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। নরসিংগড়ের টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তেলিয়ামুড়া দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার তিন বল বাকি থাকতে তেলিয়ামুড়া ২১৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক শুভম ঘোষের দুর্দান্ত শতরান উল্লেখযোগ্য। ১২০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০২ রান পায়। এছাড়া, প্রীতম দেবনাথ ৩৪ রান সংগ্রহ করেছে। কমলপুরের বোলার অনিরুদ্ধ দাস ৪৩ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর মহকুমা দল ৩৭.৩ ওভার খেলে ১৫৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। তেলিয়ামুড়ার অধিনায়ক শুভম ২৭ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। তাছাড়া পামির দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট ২৯ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য শুভম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইংল্যান্ডের কাছে হারের জোড়া কারণ খুঁজে পেয়েছেন শুভমন

কী কারণে ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে হারতে হয়েছে তা বুঝে গিয়েছেন শুভমন গিল। হেডিংলেতে ৫ উইকেটে হারের জোড়া কারণ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। খেলা শেষে তা খোলসা করেছেন ভারত অধিনায়ক।

শুভমনের মতে, ক্যাচ ফস্কানো ও লোয়ার অর্ডার রান না করার খেসারত দিতে হয়েছে তাঁদের। খেলা শেষে তিনি বলেন, "দারুণ একটা টেস্ট হল। আমরা সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু অনেকগুলে ক্যাচ ফস্কেছি। লোয়ার অর্ডার রান পায়নি। তাই হারতে হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে দল যা খেলেছে তাতে গর্বিত।" দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট সাতটা ক্যাচ ছেড়েছেন ভারতের ফিল্ডারেরা। তার মধ্যে যশস্বী জয়সওয়াল একাই চারটে ক্যাচ ছেড়েছেন। ঋষভ পন্থ দুটো ও রবীন্দ্র জাডেজা একটা ছেড়েছেন। পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে ভারতের শেষ ৭ উইকেট পড়েছে মাত্র ৪১ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই হাল। ৩১ রানে পড়েছে শেষ ৬ উইকেট। এই দুই কারণেই ম্যাচ হারতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শুভমন জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও বড় লক্ষ্য দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। কিন্তু তা হয়নি। তিনি বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩০ রান করে ডিক্লেয়ার করব। কিন্তু শেষ দিকে আমরা রান করতে পারিনি। তাই কাজটা কঠিন হয়েছে।" তবে ইংল্যান্ড চতুর্থ ইনিংসে যে ভাবে ব্যাট করেছে ও ভারতের বোলিংয়ের যা দশা, তাতে ৪৩০ রান করেও ভারত জিতত কি না সন্দেহ রয়েছে।যে ভুলগুলো এই ম্যাচে তাঁরা করেছেন তা শুধরে পরের ম্যাচে নামতে চান। এই দলে অনেক নতুন ক্রিকেটার। তাঁদের সময় দিতে চাইছেন অধিনায়ক। শুভমন বলেন, "এত তাড়াতাড়ি সবকিছু হয়েছে যে ফিরতে পারিনি। এই ভুলগুলো শুধরে পরের ম্যাচে নামার চেষ্টা করব। এটা নতুন দল। অনেক কিছু শেখার আছে। ওদের সময় দিতে হবে।" পঞ্চম দিন কি পরিকল্পনায় বদল করতে পারতেন তাঁরা? শুভমনের মতে, তাঁরা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যও অনেক সময় তাঁদের সঙ্গ দেয়নি। তিনি বলেন, "এই পিচে উইকেট নেওয়ার জন্য ধৈর্য দরকার। এ দিনও প্রথম সেশনে আমরা ভাল বল করেছি। কিন্তু এক বার বল পুরনো হয়ে যাওয়ার পর রান আটকানো যাচ্ছিল না। কয়েকটা খোঁচা একটু দূরে পড়েছে। পাশাপাশি ইংল্যান্ডও ভাল বাট করেছে। ওরা যে সুযোগ পেয়েছে তা কাজে লাগিয়েছে।" শেষ দিনে জাডেজার বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন শুভমন। বেশ কয়েকটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন জাডেজা। কিন্তু পন্থ সেই সুযোগ ছাড়েন। তার জন্য অবশ্য পন্থকে দায়ী করেননি শুভমন। তাঁর মতে, ক্রিকেটে সব কিছু যে ভাল হবে তা নয়। এই ধরনের ভুল হয়েই থাকে। এই সিরিজের আগে জানা গিয়েছিল, জসপ্রীত বুমরাহ পাঁচটা টেস্টে খেলবেন না। তিনটে টেস্ট খেলবেন তিনি। তবে তিনি কোন তিনটে টেস্ট খেলবেন তা এখনও ঠিক হয়নি বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক।

লিডসে আম্পায়ারের সঙ্গে 'ঝগড়া' করে বড়সড় শাস্তি পন্থের

লিডস টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন ঋষভ পন্থ। কিন্তু সেই ম্যাচেই বড়সড় শাস্তি পেলেন উইকেটকিপার। টেস্টের তৃতীয় দিন আম্পায়ারের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় ঋষভকে। তারপর থেকেই জল্পনা ছিল, হয়তো শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে পন্থের উপর। সেই আশঙ্কাই এবার সত্যি হল।

ঠিক কী ঘটিয়েছেন পন্থ? তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার খানিক পর থেকেই ভারতীয় বোলাররা অভিযোগ করছিলেন, বলের আকৃতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবার এই বিষয়ে সরব হতে দেখা যায় জশপ্রীত বুমরাহকে। ম্যাচের বয়স যখন ৬০ ওভার, তখন দেখা যায় বল বদলের জন্য আম্পায়ারকে অনুরোধ করছেন পন্থ। কিন্তু আম্পায়ার বল পরীক্ষা করে জানান, কোনও সমস্যা নেই। ফলে বদলের প্রশ্নই ওঠে না। আম্পায়ারের এমন সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি পন্থের। বলটি ফেরত নিয়ে যাওয়ার পথে দেখা যায়, রাগের মাথায় জোরে বল ছুড়ছেন চলতি টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো ব্যাটার। তাঁর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যান আম্পায়ার পল রাইফেল নিজেও। ভাইরাল হয়ে যায় পন্থের এহেন আচরণের ভিডিও।

তারপর থেকেই আশঙ্কা ছিল, ম্যাচ শেষ হলেই শাস্তি দেওয়া হবে পন্থকে। তবে পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগেই জানা গেল, ভারতীয় সহ অধিনায়ককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্টের ২.৮ ধারা লঙ্ঘন করেছেন পন্থ। তার জেরে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে পন্থের নামের পাশে। তবে আর কোনও সাজা পেতে হয়নি তাঁকে। উল্লেখ্য, আইসিসির ২.৮ ধারা অনুসারে, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কেউ অসম্মতি জানালে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা লেভেল ১ বা লেভেল ২ অপরাধ। এক্ষেত্রে কোনও ক্রিকেটারের ম্যাচ ফি'র সর্বাধিক ৫০ শতাংশ কেটে নেওয়া হতে পারে। সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হতে পারে তাঁকে। পন্থের ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয়নি। কারণ পন্থ নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। যা শাস্তি দেওয়া হবে সেটা মেনেও নিয়েছেন তিনি।

নীরজের আরও এক সোনা, তবু হতাশ ভারতীয় অ্যাথলিট

পাঁচ দিনে দুটো সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া। মঙ্গলবার 'ওস্ত্রাভা গোল্ডেন স্পাইক' প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন তিনি। তবু নিজের পারফরম্যান্সে খুশি নন ভারতীয় অ্যাথলিট। খেলা শেষে হতাশ দেখিয়েছে তাঁকে।

চেকিয়ার ওস্ত্রাভায় সর্বাধিক ৮৫.২৯ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। তাঁকে টপকাতে পারেননি কেউ। তাঁর তৃতীয় প্রয়াস ছিল সেটা। ছ'বারের মধ্যে চার বার ঠিকমতো জ্যাভলিন ছুড়েছেন নীরজ। বাকি তিনটে থ্রোয়ে ৮৩.৪৫, ৮২.১৭ ও ৮১.০১ মিটার ছোড়েন তিনি। প্রথম ও শেষ থ্রোয়ে ফাউল করেন নীরজ। তাঁর ৮৫.২৯ মিটারের বেশি কেউ ছুড়তে পারেননি।

দ্বিতীয় হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার দৌউয়ি স্মিথ। তিনি ছুড়েছেন ৮৪.১২ মিটার। ৮৩.৬৩ মিটার ছুড়ে তৃতীয় হয়েছেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। তবে এই প্রতিযোগিতায় খেলেননি জার্মানির জুলিয়ন ওয়েবার। চলতি বছর প্রায় সব প্রতিযোগিতায় ওয়েবারের সঙ্গেই লড়াই হয়েছে নীরজের।

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে জ্যাভলিনে সোনাজয়ী নীরজ গত প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো জিতেছিলেন। তাঁকে হারিয়ে দেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। অলিম্পিক্সে জোড়া পদক পেলেও ৯০ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুড়তে না পারার আক্ষেপ ছিল তাঁর। এ বছর একটা প্রতিযোগিতায় ৯০.২৩ মিটার ছোড়েন তিনি। প্রতিটা প্রতিযোগিতায় এখন ৯০ মিটারের বেশি ছোড়ার চেষ্টা করেন নীরজ। ওস্ত্রাভায় তা পারেননি। তাই মুখে হাসি নেই নীরজের।

গত ২০ জুন প্যারিসে ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতেছেন নীরজ। কিন্তু এই দুই প্রতিযোগিতায় নিজের সেরা থ্রোয়ের কাছে পৌঁছোতে পারেননি তিনি। সেই কারণেই নিজের পারফরম্যান্সে হতাশ নীরজ। ওস্ত্রাভায় জেতার পরেও তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, খুশি হতে পারছেন না। আসলে তিনি নিজের জন্য যে লক্ষ্য ঠিক করেছেন তার কাছে পৌঁছোতে না পারলে হতাশ হচ্ছেন। সেই ছবিই আরও এক বার ধরা পড়েছে।

সনিয়র স্টেট মিট এলিটে জয় দিয়ে শুরু কৈলাশহরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুন শুরু কৈলাশহরের। হারিয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমা দলকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট টুর্নামেন্ট ২০২৪-২৫। দ্বিতীয় দিনের খেলায় কৈলাশহর ১৬৯ রানের বড় ব্যবধানে শান্তির বাজার কে পরাজিত করেছে। আটটি মহকুমা দলের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট। চার দলীয় গ্রুপ এ থেকে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালের পথ কৈলাশহর মহাকুমা দল অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কৈলাশহর দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলে কৈলাশহরের ব্যাটার্সরা ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মোঃ আলবাহারের ৯১ রান, দেবপ্রসাদ সিংহের ৪৯ রান এবং অর্কপ্রভ সিনহার ৪০ রান উল্লেখযোগ্য। আলবাহার ১১০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯১ রান সংগ্রহ করে। শান্তির বাজারের আরিফ মিয়া ৫৮ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শান্তিরবাজার দলের খেলোয়াড়রা ২৮.৫ ওভার ফেলে ১১৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কৈলাশহরের দেবপ্রসাদ সিংহ ২৮ রানে ৫টি এবং অভিজিৎ কলই ২০ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। শান্তির বাজারের ব্যাটসম্যানরা রান সংগ্রহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১৪৯ রানের ব্যবধানে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করে কৈলাশহর মহকুমা দল। ভালো বোলিংয়ের সৌজন্যে দেবব্রত সিংহ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

খুঁজেই পাওয়া গেল না হ্যারি কেনদের

ক্লাব বিশ্বকাপে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। বেনফিকার কাছে ০-১ গোলে হারল তারা। জিতেছে চেলসি। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে এসপেরান্স দে তিউনিসকে। দুই দলই উঠে গিয়েছে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয়। অন্য ম্যাচে, অকল্যান্ড সিটি ১-১ ড্র করেছে বোকা জুনিয়র্সের বিরুদ্ধে। ফ্ল্যামেঙ্গো ১-১ ড্র করেছে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র বিরুদ্ধে।

বায়ার্ন বনাম বেনফিকার ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়েরাই অত্যধিক গরমে কাহিল হয়ে পড়েন। শার্লটের স্টেডিয়ামে তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একাধিক বার জলপানের বিরতি নিতে হয়। ২৫ মিনিটের মাথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বেনফিকার জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ানি। তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধে তুলে নিতে হয়। হ্যারি কেন-সহ বায়ার্নের একাধিক খেলোয়াড়কেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। গরমে কেউই নিজের ছন্দে খেলতে পারেননি। ম্যাচের একমাত্র গোল ১৩ মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপের। শেষ ষোলোয় বায়ার্নের প্রতিপক্ষ ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো।

চেলসির জার্সিতে প্রথম বার গোল করলেন লিয়াম ডেলাপ। অপর দু'টি গোল টোসিন আদারাবিয়ো এবং টাইরিক জর্জের। দু'টি অ্যাসিস্ট করেছেন এনজো ফের্নান্দেস। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে চেলসিকে এগিয়ে দেন টোসিন। দু'মিনিট পরেই গোল ডেলাপের। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোল টাইরিক। আবহাওয়ার কারণে অকল্যান্ড-বোকা জুনিয়র্স ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয় ৫০ মিনিট। ২৬ মিনিটে লতারো দি লোলোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বোকা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরান ক্রিশ্চিয়ান গ্রে। স্টেডিয়ামের উপরেই এক টানা বজ্রপাত হতে থাকায় ৫৪ মিনিটে ম্যাচ বন্ধ করে দেন রেফারি। ৫০ মিনিট বন্ধ থাকার পর খেলা শুরু হয়। দুই ক্লাবই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে।

সাব্রুমকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মুলপর্বের লক্ষ্যে এগোচ্ছে জিরানীয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে জিরানীয়া মহকুমা দল। প্রথম ম্যাচে এক উইকেটের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর ভাবে খোয়াই কে হারানোর পর আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে তিন উইকেট এর ব্যবধানে সাব্রুমকে পরাজিত করে। টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে জিরানিয়া মহকুমা ক্রিকেট দল।

লাগাতর দুই জয়ের সুবাদে জিরানীয়া গ্রুপ-এ থেকে সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে মূল পর্বের লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে।

উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে বেলা দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস দিতে সোনামুরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

খেলা অনিবার্য্য কারণে দেরিতে শুরু হওয়ায় পাঁচ ওভার কমিয়ে নেওয়া হয়। ৪১.২ ওভার খেলে সোনামুড়া ১৫৩ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে খোয়াই ব্যাট হাতে নামলে ৩৪.৪ ওভার খেলে ১১৮ রানে ইনিংস শেষ শেষ করতে বাধ্য হয়। সোনামুড়ার দেবজ্যোতি পাল দুর্দান্ত ৬০ রান পায়। খোয়াই এর অর্কধ্যূতি দেব চব্বিশ রানে এবং শুভদীপ পাল ১৯ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই এর ইনিংস ১১৮ রান শেষ হয় ৩৪.৪ ওভার খেলে।

খোয়াই এর প্রসেনজিৎ রুদ্র পাল ৪৭ রান এবং অনুকূল চন্দ্র দেব ৩৭ রান সংগ্রহ করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। সোনামুড়ার বিকাশ মজুমদার ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে খোয়াইকে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে লজ্জার নজির শুভমনের ভারতের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৫ উইকেটে হেরেছে ভারত। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল শুভমন গিলের দল পাঁচটি শতরান করেও হার বাঁচাতে পারেনি। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে এমন লজ্জার নজির দ্বিতীয়টি নেই।

হেডিংলেতে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন এবং ঋষভ পন্থ। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান এসেছে লোকেশ রাহুল এবং পন্থের ব্যাট থেকে। সব মিলিয়ে ভারতীয় ব্যাটারেরা পাঁচটি শতরানের ইনিংস খেলেও দলকে জেতাতে পারেননি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অথচ প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের অলি পোপ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বেন ডাকেট শতরান করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে হ্যারি ব্রুক করেন ৯৯ রান। এক রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয় তাঁর।

একটি টেস্টে কোনও দলের পাঁচ জন ব্যাটার শতরান করেছেন, এমন ঘটনা এর আগে পাঁচ বার ঘটেছে। প্রতি বারই সেই দল জয় পেয়েছে। ভারতের পাঁচ ব্যাটারের শতরান টেস্টের ইতিহাসে ষষ্ঠ ঘটনা। কিন্তু জিততে পারলেন না শুভমনেরা। দ্বিতীয় সফরকারী দল হিসাবে এই কৃতিত্ব দেখাল ভারত। এর আগে ১৯৫৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ ব্যাটার শতরান করেছিলেন একটি টেস্টে। সে বার সকলে একই ইনিংসে শতরান করেন। ৮ উইকেটে ৭৫৮ রান তুলে ডিক্লেয়ার করেছিল অস্ট্রেলিয়া। টেস্টের শেষ দিন সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার হেডিংলে টেস্টের পঞ্চম দিন ৩৫০ রান তুলে ম্যাচ জিতেছেন স্টোকসেরা। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের পঞ্চম দিন লিডসেই ৪০৪ রান তুলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৬৯ সালে অকল্যান্ডে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের শেষ দিন ৩৪৫ রান তুলে জয় পেয়েছিল।

রান তাড়া করে টেস্ট জেতার ক্ষেত্রে হেডিংলে টেস্টের জয় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেরা। এর আগে ২০২২ সালে বার্মিংহ্যামে ভারতের বিরুদ্ধেই চতুর্থ ইনিংসে ৩ উইকেটে ৩৭৮ রান তুলে জিতেছিল ইংল্যান্ড। অর্থাৎ ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি টেস্টেই রান তাড়া করে নজির গড়ল ইংরেজরা।

হারের পরও 'গোয়ার্তুমিতে' অটল গম্ভীর

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় বোলিংয়ের দুরবস্থা। একা বুমরাহ রক্ষা করে টিম ইন্ডিয়ার বুঁদিগড়। মানে বুমরাহ চললে ভারত চলবে। তিনি থামলে বাকিরাও থামবে। এই অবস্থায় বুমরাহকে কি পাঁচ টেস্টেই খেলানো উচিত? গম্ভীরের উত্তরে কিন্তু 'গোয়ার্তুমি'ই চোখে পড়ছে। বুমরাহ প্রথম ইনিংসে তুলেছিলেন পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ ওভার হাত ঘুরিয়ে কোনও উইকেট পাননি। ৩৭১ রানের বিরাট লক্ষ্য তাড়া করে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। দুই ইনিংস মিলিয়ে মহম্মদ সিরাজ ২, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৫, শার্দূল ঠাকুর ২ উইকেট পেয়েছেন। তাহলে কি বুমরাহই একমাত্র ভরসা? ওয়ার্কলোডের কথা না ভেবে পাঁচ টেস্টেই খেলানো হবে তাঁকে?

গম্ভীর বলছেন, "এখনও ঠিক করিনি আর কোন দুটো টেস্ট বুমরাহকে খেলানো হবে। কিন্তু এটা ঠিক যে ও তিনটে টেস্টই খেলবে।

ওর ওয়ার্কলোডের বিষয়টাও আমাদের দেখতে হবে। স্কোরলাইন যাই বলুক না কেন, বুমরাহকে তিনটে টেস্টেই খেলানো হবে।" একই কথা অধিনায়ক শুভমান গিলের মুখেও। তিনি বলেন, "আমরা ম্যাচ ধরে ধরে ঠিক করব। পরের ম্যাচের আগে অনেক দিনের বিরতি আছে। ম্যাচ কাছে এলে বুমরাহর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।"

কিন্তু প্রশ্নটা হল ঘুরেফিরে বুমরাহকে নিয়েই এত কথা হবে কেন? তাঁর 'ওয়ার্কলোড'-এর বিষয়টা তো সবাই জানে। বাকি বোলাররা যদি পর্যাপ্ত 'সাহায্য' করতেন, তাহলে বুমরাহকে প্রায় ৪৪ ওভার বল করতে হত না। ম্যাচ হারের পর গম্ভীর বলেছেন, ভবিষ্যতের জন্য পেস বিভাগ তৈরি করতে হবে। ঘটনা হচ্ছে, ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে নিয়ে এসেছেন গম্ভীরই। তিনি কী করছেন, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

ইউরোপে ফেরা হচ্ছে না নেইমারের

আপাতত ইউরোপের ক্লাবে ফেরা হচ্ছে না নেইমারের। ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসেই থাকছেন ব্রাজিলীয় উইঙ্গার। চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রাজিলের ক্লাবেই থাকছেন তিনি। অন্যদিকে ১৮ মাস নির্বাসিত থাকার পর অবশেষে ক্লাব খুঁজে পেলেন ফ্রান্সের পল পোগবা।২০২৩-এ পিএসজি থেকে সৌদির ক্লাব আল হিলালে গিয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু সে যাত্রা সুখের হয়নি। চোটের জন্য বেশিরভাগ সময়টাই মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসে ফিরে আসেন। চোটআঘাত সামলে ১২ ম্যাচে ৩টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করেছেন। মাঝে কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন। আশা করা হয়েছিল, সামনের বছরের বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে এই উইন্ডোতেই ইউরোপে প্রত্যাবর্তন হতে পারে ৩৩ বছর বয়সি ফুটবলারের।

কিন্তু বাস্তব ছবিটা অন্যরকম। তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবাচেতে নেইমার সই করতে পারেন, এরকম জল্পনাও ছিল। তবে নতুন চুক্তিতে স্যান্টোসেই থাকছেন তিনি। নেইমার নিজে বলছেন, "আমি হৃদয়ের ডাক শুনেছি। স্যান্টোস শুধু ক্লাব নয়, আমার ঘর, আমার শিকড়, আমার জীবন।" যদিও ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি হওয়ায় বিশ্বকাপের আগে ইউরোপে ফেরার সুযোগ থাকছে।

অন্যদিকে প্রায় ২১ মাস পর ফুটবল মাঠে ফিরতে চলেছেন পল পোগবা। ডোপিংয়ের জন্য ২০২৩-র আগস্টে ফ্রান্সের বিশ্বজয়ী মিডফিল্ডারকে চার বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। পরে যা কমিয়ে করা হয় ১৮ মাস। সেই হিসেবে মার্চ থেকেই মাঠে নামতে পারতেন। অবশেষে দলবদলের বাজার খুলতেই ফ্রান্সের ক্লাব এএস মোনাকোতে সই করেছেন তিনি। এই ক্লাবে যোগ দিলেন বার্সেলোনায় যাঁকে একসময় মেসির 'উত্তরসূরি' বলে ভাবা হত, সেই আনসু ফাতিও।

রেকর্ড ৩৭১ রান তাড়া করে কী করে ভারতকে হারানো সম্ভব হল?

হেডিংলেতে ৩৭১ রান তাড়া করে ভারতকে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জেতার তালিকায় যা রয়েছে ১০ নম্বরে। বেন স্টোকস মনে করেন, সঠিক মানসিকতা এবং দলের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই তাঁরা জিততে পেরেছেন। পাশাপাশি, সমালোচকদেরও তোপ দেগেছেন তিনি।

ম্যাচের পর দলের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে বসে স্টোকস বলেন, "আমাদের মানসিকতা এবং দলের প্রতি দায়বদ্ধতা ঠিক রাখার কারণেই জিততে পেরেছি। দুটো দলই ভাল ক্রিকেট খেলেছে। সিরিজটা দারুণ ভাবে শুরু হল। ব্যাটিংয়ের জন্য ভাল উইকেট ছিল। ভারতের লোয়ার অর্ডারকে কম রানে আউট করে দেওয়া আমাদের জয়ের অন্যতম কারণ।" টসে জিতে বোলিং নেওয়ার পর অনেকেই স্টোকসের সমালোচনা করেছিলেন। তা আরও তীব্র হয় ভারতের তিন ব্যাটার শতরান করায়। টেস্ট জিতে সেই সমালোচকদের একহাত নিতে ভোলেননি স্টোকস। বলেছেন, "টেস্ট ক্রিকেট তো পাঁচ দিনে খেলা হয়, তাই না? টস হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে জিতলে কী করব। দুটো দলই ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে। ক্যাচ পড়েছে দু'দলেরই। না হলে ম্যাচটা পাঁচ দিনের হত না।"

প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন এই জয়কে বর্ণনা করেছেন 'বাজবল উইথ ব্রেনস' বা বুদ্ধিদীপ্ত বাজবল খেলার সঙ্গে। স্টোকসের মন্তব্য, "যেটা করার দরকার ছিল ঠিক সেটাই করেছি। যত বার চাপে পড়েছি তত বার ভাল খেলেছি। শুধু দক্ষতা নয়, সাজঘরের ইতিবাচক মানসিকতার দিকটাও তুলে ধরতে হবে।"

স্টোকস আরও বলেছেন, "আমি এবং বাজ (ব্রেন্ডন ম্যাকালামের ডাকনাম) সব কিছু সহজ রাখতে ভালবাসি। এত রান তাড়া করতে নামলে নিজেদের শান্ত রাখতে হয়। চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।"

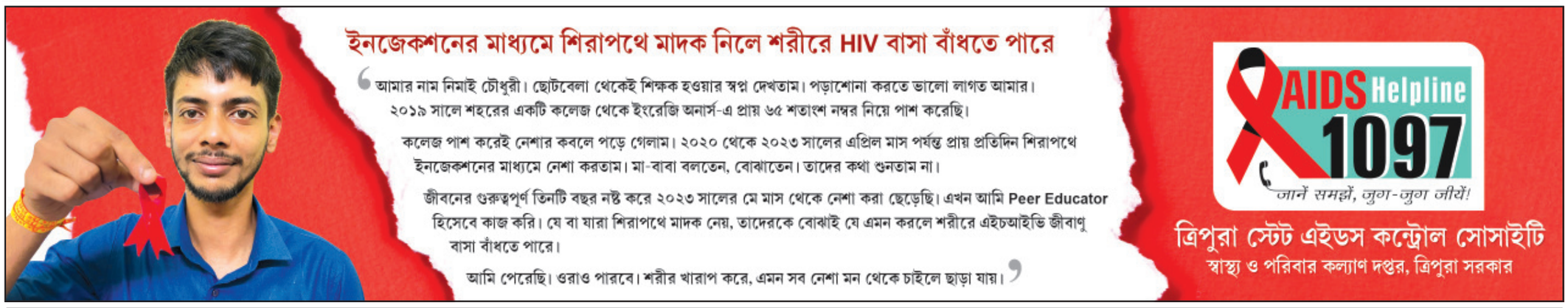

যারা ড্রাগস পাচারের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে ড্রাগস পাচারকারিরা রাজ্যকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থের জন্য যারা ড্রাগস পাচারের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত রাখার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলেছে। আজ আগরতলার উমাকান্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ড্রাগসের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নেড়ে একটি বাইক র‍্যালি ও পদযাত্রা এবং উমাকান্ত বিদ্যালয়ে একটি রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাদক ব্যবহারের সাথে এইডস বিস্তারের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সেক্ষেত্রে নো টু ড্রাগস কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং এইডস মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে এগিয়ে আসার জন্য অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজেরা সচেতন হয়ে অন্যদেরকেও এবিষয়ে সচেতন করতে হবে। তবেই আমাদের এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরা

নেশার কবল থেকে দূরে থাকবে। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ড্রাগসের ব্যবহার ও এইডস সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ড্রাগস বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে ১৯৩৩ নম্বরের একটি হেল্পলাইন এবং কিউআর কোড খোলা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডি জি অনুরাগ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মাদক বিরোধী অভিযানে বিশেষ সফলতা এসেছে। এছাড়া এবছর ৮.৫ লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এন টি এফ-এর ত্রিপুরার প্রধান রমেশ রেড্ডি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, নার্কোটিক্স কনট্রোল ব্যুরোর অতিরিক্ত অধিকর্তা প্রকাশ রঞ্জন মিশ্র, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে প্রমুখ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং নার্কোটিক্স কনট্রোল ব্যুরোর আগরতলা জোনাল ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য জিবি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: জিবি ৭৯টিলাস্থিত এজি কোয়াটারের উপরের ছাদ থেকে পরে এক নাবালিকার রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে গোটা পরিবার।

জিবি ৭৯ টিলাস্থিত এজি কোয়াটারের উপর থেকে পরে এক নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে গভীর রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। নিহত নাবালিকার নাম রাত্রী(১৫)। জানাগেছে সে অক্সিলিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করত। আজ জিবি হাসপাতালে এক সাক্ষাৎকারে নাবালিকার পিতা বেদনার সুরে বলেন রাবড়ি ছিল ওনার একমাত্র সন্তান। কিন্তু কি করে কোয়াটারের উপর থেকে পরে তার মৃত্যু হয়েছে , তা নিয়ে সবার মধ্যে গভীর সন্দেহ রয়েছে।

সেই সাথে তিনি উল্লেখ করেন অফিসের কাজে তিনি ১৩ দিনের জন্য সাব্রুম ছিলেন। আজ সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটা নাগাদ বাড়িতে ফোন করলে তিনি মেয়েকে খুঁজে না পাওয়ার সংবাদ জানতে পারেন। পরবর্তীতে তার মৃতদেহ কোয়াটারের নিচের থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য নাবালিকার মৃতদেহটি জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিপাহিজলা জেলাশাসক অফিসে বৈঠক করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : জনজাতিদের জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার, সমস্যা নিরসন পাশাপাশি আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান শুরু হয়েছে। আজ ওই অভিযানকে ঘিরে সিপাহিজলা জেলাশাসক অফিসে বৈঠক করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষদের জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার, সমস্যা নিরসন পাশাপাশি আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান শুরু হয়েছে। ওই অভিযান ১৫ জুন থেকে ৩০-শে জুন পর্যন্ত চলবে।

তাঁর কথায়, এই অভিযানের মাধ্যমে প্রশাসন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সচেতনতামূলক শিবির আয়োজনের মাধ্যমে সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে চলছে। আজ সিপাহীজলা জেলা শাসকের কনফারেন্স হল ঘরে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিধায়ক-বিধায়িকাগণ ও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে "ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান" এর জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকের আয়েজন করা হয়েছে।

জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধে সামিল প্রমীলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ জুন : দীর্ঘ তিন মাস ধরে উদয়পুর খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমতলাতে জলের সংকট চলছে। জল সংকট দূরীকরণে বহুবার এলাকাবাসী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যে গাড়ি দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে তা ব্যবহারের অযোগ্য বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। তাই আজ বাধ্য হয়ে খিলপাড়া আমতলী এলাকা রাস্তা অবরোধে বসেন প্রমীলা বাহিনী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ তিন মাস ধরে উদয় পুর খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমতলাতে জলের সংকট চলছে। এ নিয়ে বহুবার এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়ে কাজের কাজ কিছু না হওয়ার ফলে অবশেষে বুধবার উদয় পুর খিলপাড়া আমতলী এলাকা রাস্তা অবরোধে বসে প্রমীলা বাহিনী।তাদের দাবি,নিয়মিত জল সরবরাহ করতে হবে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, তিন মাস ধরে জলের সংকট দেখা দেওয়ার ফলে পানীয় জল থেকে শুরু করে প্রতিদিনে রান্নার জল, স্নানের জল, শৌচালয়ের জল, কাপড় ধোয়ার জল না থাকার ফলে সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিতে জল সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। অবশেষে নিয়মিত জল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে পথ অবরোধ তোলা হয়।

সংবিধান হত্যা দিবসে সোনামুড়ায় র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ জুন: সংবিধান হত্যা দিবসের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আজ সোনামুড়ায় এক র‍্যালি সংগঠিত হয়। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালিটি স্থানীয় নগর পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে সোনামুড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে পুনরায় নগর পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

র‍্যালিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, নগর পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রবীর সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার মধুসুদন দেববর্মা সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীগণ ও স্থানীয় বিভিন্ন অংশের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

রথযাত্রা উৎসব আগামী ২৭ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : আগামী ২৭শে জুন রথযাত্রা। এবছর ইসকন মিশন তাদের ১১ তম রথযাত্রা অনুষ্ঠিত করতে চলেছে। সারা পৃথিবীর মোট ১২১ টি দেশে ইসকনের রথযাত্রা বের হবে শুক্রবার। আগরতলার ইসকনের রথযাত্রা পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে বের হবে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। আজ পূর্বাশা প্রাঙ্গনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানায় ইসকন মিশনের ত্রিপুরা রিজিওনাল সেক্রেটারি মায়াপুর আশ্রম নিবাসী ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী।

এদিন তিনি আরও বলেন, উল্টো রথের দিন উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু , উপস্থিত থাকবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা।বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও অধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন: কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপার্জনের ও আত্মনির্ভর হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারি সহায়তায় এক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যাবে। আজ ধর্মনগরে নবনির্মিত উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভেটেরিনারী হাসপাতাল ও ভেটেরিনারী মেডিসিন স্টোরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাগুলি বলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলার উপ অধিকর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মৎস্য ও পশুপালন ক্ষেত্রগুলি সব চেয়ে বেশি লাভজনক। রাজ্যে উৎপাদিত মাছ, ডিম, দুধ ও মাংসের চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে ভর্তুকির সুযোগও রয়েছে। এই সুযোগ গ্রহণ করে বেকার যুবকরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনে ৫০ শতাংশ ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছে।প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আরও বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, যা গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। দপ্তর রাজ্যে দুধ ও ডিমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাণীপালকদের উৎসাহিত করছে। ফার্ম গড়েতোলার জন্য সহায়তা করছে। দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি ফিমেল বাছুর বেশি জন্ম নিচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন প্রাণীপালকরা। পশু ও পাখীর টিকাকরণ সহ পশু চিকিৎসার জন্য প্রতিটি জেলায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। দূরবর্তী এলাকায় পশু চিকিৎসার জন্য মোবাইল ভেটেরিনারী ইউনিট চালু রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পে রাজ্যের ৫ হাজার প্রাণীপালককে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার একটি প্রকল্প রাজ্যে চালু করা হয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে পশুর মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের সুফল সর্বস্তরের মানুষ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্রতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের অধিকর্তা ড. নীরজ কুমার চঞ্চল, অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, জেলা ভেটেরিনারী মেডিসিন স্টোর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা এবং জেলা ভেটেরিনারী হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

ব্যবসায়ীর কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করলো ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৫ জুন: কুমারঘাটের ব্যবসায়ী উৎপল দাসের বাড়ি ক্রোক করলো ব্যাঙ্ক। কোটি টাকা বকেয়া ঋণ মিটিয়ে না দেওয়ার জেরে প্রশাসনের সহায়তায় বিলাশ বহুল বাড়ির দখল নিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

কুমারঘাট শহরে আজ এক প্রশাসনিক অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়ায়, যখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ঋণ বকেয়া রাখার অভিযোগে শহরের এক ব্যবসায়ীর সম্পত্তি সিল করে দেয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, কুমারঘাট শহরের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী উৎপল দাস ও তাঁর স্ত্রী বেবি দত্ত দাস মিলে প্রায় তিন বছর আগে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে এক কোটি টাকারও বেশি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে তাঁরা ১২টি কিস্তি পরিশোধ করলেও পরবর্তীতে কিস্তি পরিশোধ বন্ধ হয়ে যায়।

ঋণের বকেয়া অর্থ ব্যাঙ্ককে পরিশোধ না করায়, আদালতের আদেশের ভিত্তিতে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী আজ উৎপল দাসের কুমারঘাটস্থিত দ্বিতল বাসভবনটি সিল করে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে উৎপল দাসের কাছে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ এক কোটি ছয় লক্ষ টাকারও বেশি।আজকের এই অভিযান পরিচালিত হয় কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট মহকুমা শাসক দপ্তরের ডেপুটি কালেক্টর শুভঙ্কর সেন, কুমারঘাট থানার পুলিশ বাহিনী, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কুমারঘাট শাখা এবং আগরতলা শাখার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। অভিযানের সময় সম্পূর্ণ বাড়িটি প্রশাসনিকভাবে সিল করে দেওয়া হয় এবং বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে জব্দ করা হয়।এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতুহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ব্যবসায়ী উৎপল দাস দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন এবং বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। তবে প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপে আজ তা বাস্তবে রূপ নেয়।

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঋণগ্রহীতারা দীর্ঘদিন ধরে কোনো সদুত্তর না দেওয়ায় এবং ব্যাঙ্কের একাধিক নোটিশের পরেও ঋণ ফেরত না দেওয়ায় বাধ্য হয়েই এই আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ এবং সরকারি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এই অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

চুরি যাওয়া ব্যাটারিচালিত টমটম আসাম থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জুন: কিছু দিন পূর্বে প্রেমতলা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া ব্যাটারি চালিত টমটম আসাম থেকে উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। এরই সাথে আটক করা হয় এক কুখ্যাত চোরকেও।

উল্লেখ্য আজ থেকে প্রায় ১৫ দিন পূর্বে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন প্রেমতলা বাজার থেকে একি রাতে সমরজিৎ মালাকারের একটি ব্যাটারিচালিত টমটম ও অরুপ মালাকারের মুদি দোকান থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। তারপর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ১৬/২৫ নম্বরের একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

অবশেষে গোপন খবরের ভিত্তিতে আসামের বাজারিছড়া থানাধীন কুকিথল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮নং ওয়ার্ডের লভঘন বাল্মীকি দাস(পিতা পরশু বাল্মীকি দাস) এর বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া টমটম উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।সাথে আটক করা হয় বাড়ির মালিক তথা কুখ্যাত চোর লভঘন''কে। এদিকে, চুরাইবাড়ি থানার সাব ইন্সপেক্টর মলসোম হালাম জানান, ধৃতকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই চুরি কান্ডের সাথে কারা কারা জড়িত রয়েছে তাদের সন্ধানে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।সাথে চুরি যাওয়া মুদি দোকানের সামগ্রী উদ্ধারে তৎপর রয়েছে পুলিশ।মঙ্গলবার ধৃতকে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

ছাগল বাঁধাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ জুন: একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত কৈলাসহর ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাখিরবাদা ৪ নং ওয়ার্ড এলাকা। পাখিরবাদা ৪ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আম্বর আলী নামে এক ব্যক্তির ছাগল প্রায় দিনই ওই একই এলাকার বাসিন্দা আক্কল আলীর বাড়িতে আসে। এমন কি আক্কল আলী সেই ছাগলটিকে প্রায় দিনই বেঁধে রাখেন উনার বাড়িতে, কেননা সেই ছাগলটি আসলে উনার বাড়ির ফসল নষ্ট করে তাই তিনি আম্বর আলীকে বলেন যাতে উনার ছাগলটি উনার বাড়িতে না আসে সেদিকে তিনি খেয়াল রাখতে বলেন আম্বর আলীকে।

অভিযোগ আজ পুনরায় উনার বাড়িতে ছাগলটি আসলে উনার পরিবারের লোকেরা ছাগলটিকে বেঁধে রাখে। এরপর উক্ত বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথম বাক বিতন্ডা হয়। এরপর আম্বর আলী এবং উনার দুই ছেলে এবং উনার স্ত্রী মিলে আক্কল আলীর বাড়িতে আসে, উনারা এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এবং লাঠি দিয়ে আক্কল আলী সহ উনার পরিবারের লোকেদের উপর আক্রমণ চালায় বেধড়কভাবে মারধোর করে ওদেরকে। এরপর স্থানীয়রা এসে মারের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করে।

এই মারপিটের ঘটনায় আহত হয় চারজন, যার মধ্যে আক্কল আলীর স্ত্রী ময়রুন বেগমের মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত লাগে। পাশাপাশি আক্কল আলীর এক মেয়ের একটি হাত ভেঙ্গে যায়। ওদেরকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ওরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যার মধ্যে আক্কল আলীর স্ত্রী ময়রুন বেগমের অবস্থা সংকটজনক বর্তমানে তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। উক্ত বিষয় নিয়ে আক্কল আলী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানান আক্কল আলী।

ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা নিতে হবে পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: আগরতলা কুঞ্জবনস্থিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার ডিএনএ ক্লাবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

কুঞ্জবনস্থিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন কে কেন্দ্র করে বুধবার দিন এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। চারা গাছে জল সিচনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এরপর তিনি বিদ্যালয়ের ডিএনএ ক্লাবের শুভ দ্বারোতঘাটন করেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য বলেন শিক্ষকরা চান তাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভালো রেজাল্ট করে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সচেতন করার জন্য তা নিয়ে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিদিন আলোচনার করার জন্য পরামর্শ দেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

তিন দফা দাবিতে ডেপুটেশন সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : কৈলাসহর মহকুমার প্রতিটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ সহ তিন দফা দাবিতে ঊনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় পরিষদ।জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান শেষ করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের বিভাগীয় পরিষদের সম্পাদক সায়েদ আলী বাদশা বলেন, কৈলাশহর উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা তাদের সন্তানদের প্রতিবছর বিদ্যালয়ে ফি দিয়ে পড়ানো সম্ভব নয় যেহেতু শহর উত্তরাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল টিলা বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় অসংখ্য ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার জন্য ওই এলাকায় বিকল্প কোন বিদ্যালয় পাচ্ছেন না। তাই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা ড্রপ আউট হয়ে পড়াশোনায় ইতি টানছেন। এমতাবস্থায় তারা দাবি রেখেছেন উত্তরাঞ্চলের কম করে হলেও দুটি বিদ্যালয় কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে অথবা নতুন করে ওই এলাকায় একটি বাংলা মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।তাছাড়া লাঠিয়াপুরা ইন্দ্রনগর এসবি স্কুল কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। পাশাপাশি কৈলাশহর মহকুমার প্রতিটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগের দাবিও রাখেন তারা। সিপিআই নেতৃত্বরা বলেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক তাদের দাবির প্রতি সহমত পোষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আজকের এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের বিভাগীয় পরিষদের সম্পাদক শায়েদ আলী বাদশা, হাসনা বেগম, এস এম আলী সহ মোট আটজন প্রতিনিধি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas